এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ঃ ২০১২-২০১৩

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০১৩

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, দিনাজপুর।

হাতিরঝিল প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

২৮ মে ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সিগঞ্জ জেলার সাপেরচর বাজারের নিকট ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহজাহান খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলাধীন ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি, উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
সূচনা	
এলজিইডি'র মূখ্য অধিকারক্ষেত্র	১
এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ	২
অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকাণ্ড	২
এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ	৩
২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
প্রশাসনিক ইউনিট	৪
প্রশাসনিক	৪
সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃষ্টি ও চাকুরী স্থায়ীকরণ	৪
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান	৪
প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম	৪
আইন সংক্রান্ত	৫
রাজস্ব আয়	৬
আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	৭
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট	৭
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	৮
জওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)	৮
পরিকল্পনা ইউনিট	৯
ডিজাইন ইউনিট	১০
ব্রিজ ডিজাইন সেকশন	১০
ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন	১১
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট	১৩
প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৩
মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	১৩
মাসিক পর্যালোচনা সভা	১৩
২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	১৩
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	১৪
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৫
২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৬
২০১২-১৩ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৬
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	২৮
২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩১
পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩২
২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩২
২০১২-১৩ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ	৩৪
২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন	৩৮
সড়ক উন্নয়ন	৪২
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৪৩
গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন	৪৪
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৪৪
উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৪৫
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	৪৬

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট ৪৮
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৪৮
রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয় ৪৮
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৫০
নগর ব্যবস্থাপনা ৫০
অবকাঠামো উন্নয়ন ৫০
নগর অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসসমূহ ৫৩
পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৫৮
দক্ষতাবৃদ্ধি ৫৯
নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ৫৯
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৬১
পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন ৬২
রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৬৭
জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৬৭
প্রশিক্ষণ ইউনিট ৬৮
আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬৮
রাজস্ব বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬৮
উন্নয়ন বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬৯
বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৭১
জাতীয় কর্মশালা/সেমিনার ৭৩
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ৭৫
মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ৭৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ ৭৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি ৭৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ৭৭
মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭৭
ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং ৭৮
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৭৮
দারিদ্র বিমোচন ৮০
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৮০
নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৯২
অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন ৯৫
রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা
রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা ১০০
ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ১০১
জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) ১০১
ডে-কেয়ার ১০২
পল্লী সেক্টর ১০৬
নগর সেক্টর ১০৭
২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ১০৯
২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি সম্পর্কিত বহির্মূল্যায়ন ১০৯
এলজিইডির সুনামগঞ্জ কম্যুনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ও হাওর অবকাঠামো ও
জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে ইফাদ প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ ১০৯
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক এলজিইডি'র ইউজিআইআইপি প্রকল্পের সাফল্যের উপর পুস্তিকা প্রকাশনা ১১০
উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি সাফল্যের প্রশংসা করেন
জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ টশিউকি কুরোইনাগি ১১০

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১১০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার এবং কুলাঘাট-ফুলবাড়ি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলায় ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের উদ্বোধন ১১০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ১১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কবিরহাট ও সোনাইমুড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স উদ্বোধন এবং নোয়াখালী সদর উপজেলা কমপেক্স ও পৌরসভা ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবন ও চান্দিনা-ইলিয়টগঞ্জ-কৃষ্ণপুর সড়ক উদ্বোধন ১১২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মি ব্রিজ উদ্বোধন ১১২
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক হিলিপ প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন ১১২
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক নরসুন্দা নদী পুনঃখনন কর্মসূচির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১৩
বাংলাদেশে স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য এলজিইডি'র সঙ্গে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) ১৮৭ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত ১১৩
উচ্চ পর্যায়ের ৪৫-সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিনিধিদলের ইটালীতে বিশ্ব নগর ফোরামে অংশগ্রহণ ১১৩
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে ২৬ জেলায় এলজিইডির নতুন প্রকল্প ১১৩
ইউএসএআইডি ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত ১১৪
প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান স্মরণে এলজিইডিতে আলোচনা ও দোয়া মহফিল অনুষ্ঠিত ১১৪
এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতির ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত ১১৪
ঢাকা শহরে পথচারীদের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন যোগাযোগ মন্ত্রী ১১৪
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এলজিইডিতে দোয়া-মহফিল ১১৪
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার এবং কুলাঘাট-ফুলবাড়ি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১১৫
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে Annual Performance Recognition Award প্রাপ্তি ১১৫
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশ মেলায় এলজিইডি'র পুরস্কার লাভ ১১৫

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	I•Lamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency
KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau

LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies
MIDPCR	-	Market Infrastructure Development Project in Charland Regions
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
RIIP-II	-	Second Rural Infrastructure Improvement Project
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	•Lum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-I	-	Urban Governance and Infrastructure Improvement Project-I
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

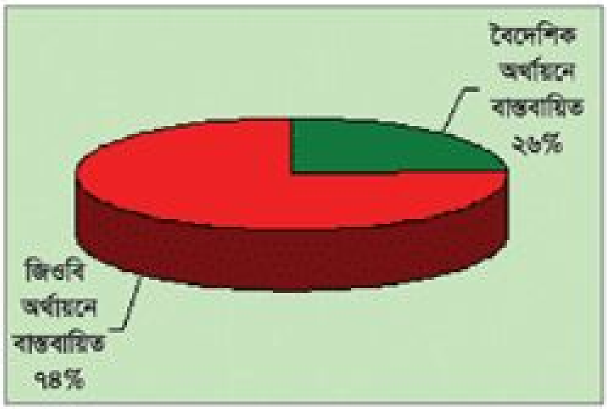

প্রকল্প সংখ্যা

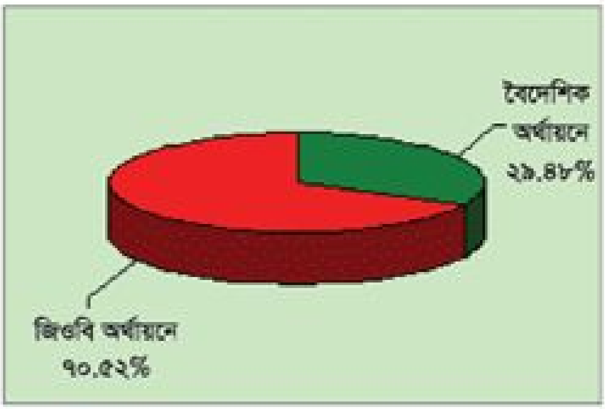

বরাদ্দ

২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৬৫	৪,৬২৩.৪২	৪৬১২.৯৯ (১০০%)	৪৫৬৬.৬৪ (৯৯%)	৯৯.৪২%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১৫	৭৪৮.০৭	৭৩৮.০৭ (৯৯%)	৭৩৭.০৮ (৯৯%)	৯৯.৯৬%
(৩)	কৃষি	৩	১৬৫.৫৩	১৬৫.৫৩ (১০০%)	১৬৫.৩৪ (১০০%)	১০০%
(৪)	পরিবহণ	৫	২০১.১৬	২০১.১৫ (১০০%)	২০০.৮৪ (১০০%)	১০০%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		৮৮	৫৭৩৮.১৮	৫৭১৭.৭৪ (৯৯.৬৪%)	৫৬৯৯.৯২ (৯৯%)	৯৯.৫৩%

২০১২-১৩ অর্থবছরে বর্ণিত ৮৮ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক ব্যয়ের চিত্র

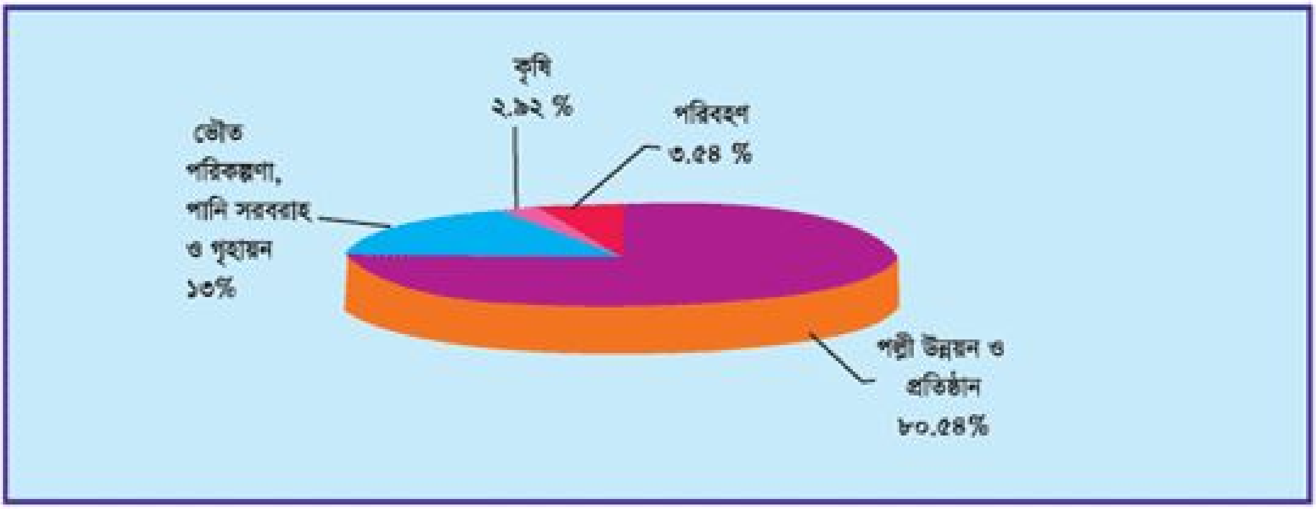

২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	২৬৪৫.০০	২৬৪৫.০০	১০০%	১০০%	IFAD
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৩)	২৫৫০.০০	২৫৪৮.৮৭	১০০%	৯৯.৯৬%	Govt. of Japan & GoB
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ঃ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	৪০০০.০০	৩৯৯২.৭৬	৯৯.৮২%	৯৯.৮২%	GoB
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	১৪৫০.০০	১৪৪৭.২৫	১০০%	৯৯.৮১%	GoB
৫	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	৫০৪৫.০০	৪৯৪৫.১০	১০০%	৯৮.০২%	IFAD & Netherlands
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৫৩৬৮৮/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	৩১২৪০.০০	৩০৭৩৪.৮০	১০০%	৯৮.৩৮%	ADB, DFID, KfW, GTZ
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	৫৮০৬.০০	৫৭৫৮.২১	১০০%	৯৯.১৮%	DANIDA
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমম্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	৬০০০.০০	৫৫৩৩.০৯	৯৫.১৬%	৯২.২২%	IDB
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	৪৫০০.০০	৪৪৮৮.৫৫	১০০%	৯৯.৭৫%	GoB
১০	৮১১২-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯১১৮০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	২৫৭৪৬.০০	২৫৭৩৩.৪৯	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	২৭৮১.০০	২৭৬৬.৪৫	১০০%	৯৯.১৫%	GoB
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	১৪৯৬.০০	১৪৯২.৬৪	১০০%	৯৯.৭৮%	GoB
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	৪৫০০.০০	৪৪৮২.৮০	১০০%	৯৯.৬২%	GoB
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	২৫০০.০০	২৪৯১.৩৮	১০০%	৯৯.৬৬%	GoB
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	৩৯০০.০০	৩৮৯৯.৯৮	১০০%	১০০%	GoB
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	৪২৩৭.০০	৪২৩১.৫৭	১০০%	৯৯.৮৭%	GoB
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	২০০০.০০	১৯৯৫.৪০	১০০%	৯৯.৭৭%	GoB
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	৩০৬৩৬.০০	২৭৬৪৮.৯৪	৯৫%	৯০.২৫%	IDA
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	৪৬৯৬.০০	৪৬৯২.৩১	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৮২	১০০%	১০০%	GoB
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	৬৫০০.০০	৬৪৯৭.৬০	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	৩৯০০.০০	৩৮৮৩.০৫	৯৯.৫৭%	৯৯.৫৭%	GoB
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩)	৫৪৪৫.০০	৫৪৪০.৮২	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	৭৫০০.০০	৭৪৮২.৭৭	৯৯.৮১%	৯৯.৭৭%	GoB
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	১৪৩৯২৮.০০	১৪৩৯২৭.৫৪	১০০%	১০০%	GoB
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.০৫	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	২০০৪১.০০	২০০৪০.৯০	১০০%	১০০%	GoB
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে৩১/১২/১৩)	৩৫০০০.০০	৩৪৯৪৩.০০	১০০%	৯৯.৮৪%	JICA
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	২৭২৭.০০	২৭২৬.৭৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৬১	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	২৯৫৩.০০	২৯৫১.৯১	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৩৯০০/জুলাই/১০ হতে জুন/১৫)	৬৬০০.০০	৬৫৯৭.০১	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৫%	GoB
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তারাশ	৪৪৫.০০	৪৪৪.২৬	১০০%	৯৯.৮৩%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুইটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ।(১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	৭২.০০	৬৬.৫০	৯২.৩৬%	৯২.৩৬%	GoB
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগাঁ ভায়া বটতলী জিসি-পাবতলী জিসি (চেঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন । (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	৩১৭.০০	৩১৬.৪৬	১০০%	৯৯.৮৩%	GoB
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প । (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	২৫০০.০০	২৪৯৮.৩৭	৯৯.৯৩%	৯৯.৯৩%	GoB
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা । (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে ২১০৪-১৫)	২০০০.০০	১৯৯৬.৮৭	৯৯.৮৪%	৯৯.৮৪%	GoB
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) । (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	১২০০.০০	১১৯৭.৪০	১০০%	৯৯.৭৮%	GoB
৪১	৫০১৯- Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	৫০০০.০০	৪৯৭৯.৯৭	১০০%	৯৯.৬০%	ADB KFW JFPR
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	২৫৮০.০০	২৫৭২.৮১	১০০%	৯৯.৭২%	GoB
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসষ্টান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প । (৩৩৩/জুলাই/১১ হতে জুন/১৩)	১৮৫.০০	১৭৯.০০	১০০%	৯৬.৭৬%	GoB
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	১৭০০.০০	১৬৮৮.০৪	১০০%	৯৯.৩০%	GoB
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	৪০০.০০	৩৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	৭৮০০.০০	৭৭৭৫.৭১	১০০%	৯৯.৬৯%	GoB
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	১৩০০.০০	১২৭০.৫২	৯৭.৭৩%	৯৭.৭৩%	GoB
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	২৮০০.০০	২৭৬৫.৫৬	৯৮.৭৭ %	৯৮.৭৭%	GoB
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা.হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	১৯২৪৪.০০	১৮৮৭৭.২২	১০০%	৯৮.০৯%	WFP
৫১	**৫০৫৬**-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaibandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(১৮৬/জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	১৮৬.০০	১৮৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫২	**৫০৫২**-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	১৬০.০০	১৬০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫৩	5053- Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৫৪	৫০৪৯- Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	১৩০.০০	১২৬.০৭	১০০%	৯৬.৯৮%	GoB
৫৫	৫০৬২- Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridges over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫৬	৫০৫৪-হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	২২৪৬.০০	২১৯১.৮০	৯৯.০০%	৯৭.৫৯%	IFAD STF
৫৭	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	৪২৯৮.০০	৩৫০৮.০৩	৮৩.০০ %	৮১.৬২%	IDA
৫৮	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	১৬২.০০	১৫৮.৫৯	৯৮.০০ %	৯৭.৯০%	ADB
৫৯	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	১.০০	০.৭৫	৭৫.০০ %	৭৫.০০%	GoB
৬০	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	১.০০	১.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬১	৫০৬৬- Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh.(৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩)	৪৪.০০	৪৪.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৬২	৫০৬৭- Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'xBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria. (৮৪/জানুয়ারী/১৩ হতে মে/১৪)	১.০০	০.৭৫	১০০%	৭৫.০০%	GoB
৬৩	৫০৬৮-রংপুর বিভাগের অর্ন্তগত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৬৪/অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	১৬৪.০০	১৬০.৮৬	১০০%	৯৮.০৯%	GoB
৬৪	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৫	Northern Bangladesh Integrated Development Project. **(২৭০৫৯৪/২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯)**	১৯.০০	১৪.২২	১০০%	৭৪.৮৪%	JICA
	উপ-মোট (১-৬৫) ঃ	**৪৬২৩৪২.০০**	**৪৫৬৬৬৪.১৭**	**৯৯.৪২%**	**৯৮.৭৭%**	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
৬৬	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৭২	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৬৭	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	৩৫০০.০০	৩৪৭৯.৬০	৯৯.৪২%	৯৯.৪২%	GoB
৬৮	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	১৫২৮২.০০	১৫২৩৭.৮০	১০০%	৯৯.৭১%	UNDP & DFID
৬৯	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	২৩৮৪০.০০	২৩৮৩৭.৮০	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, KfW & GTZ
৭০	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	৭৬৫.০০	৭৫৬.৮০	১০০%	৯৮.৯৩%	GoB
৭১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	৩৫৭৫.০০	৩৫৭৪.৫০	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	৬৬০১.০০	৬৫৯১.২০	৯৯.৮৫%	৯৯.৮৫%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৭৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) । (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	৫৪২৫.০০	৪৪২৫.০০	১০০%	৮১.৫৭%	SFD & OFID
৭৪	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন ।(২৪৮৫/মার্চ১১ হতে ২০১৩-১৪)	৮৮৪.০০	৮৮৪.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প । (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৭৫০০.০০	৭৪৮৮.৪১	১০০%	৯৯.৮৫%	ADB
৭৬	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প । (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	২২০০.০০	২১৯৯.৯৮	১০০%	১০০%	GoB
৭৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ । (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	৪৩৫.০০	৪৩৪.৪০	১০০%	৯৯.৮৬%	GoB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৭৮	৫০২৯-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	২৯৩.০০	২৯২.৬৬	১০০%	৯৯.৮৮ %	IDA
৭৯	৫৮১০-"Capacity Development Technical Assistance for Streangthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প । (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	২৫১.০০	২৫১.০০	১০০%	১০০%	ADB
৮০	৫০৫৯- Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project. (৮৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/১৩)	৭৫৬.০০	৭৫৬.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (৬৬ -৮০) ঃ	**৭৪৮০৭.০০**	**৭৩৭০৮.৮৭**	**৯৯.৯৬%**	**৯৮.৫৩%**	

	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)					
ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
৮১	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	৮৫০০.০০	৮৪৮৮.৩৩	১০০%	৯৯.৮৬%	JBIC, JICA
৮২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	৭৬৫০.০০	৭৬৪৩.০০	১০০%	৯৯.৯১%	ADB, IFAD
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
৮৩	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	৪০৩.০০	৪০৩.০০	১০০%	১০০%	JICA
	উপ-মোট (৮১-৮৩) ঃ	১৬৫৫৩.০০	১৬৫৩৪.৩৩	১০০%	৯৯.৮৯%	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৮৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	৪৭০০.০০	৪৬৯৭.৬১	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
৮৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	৫১৬৫.০০	৫১৬৪.৪৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৮৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	৭০০০.০০	৭০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৭	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৫৬৮/১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩)	৫৪৭.০০	৫৪৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
	জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্ট					
৮৮	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	২৭০৪.০০	২৬৭৫.৩৮	১০০%	৯৮.৯৪%	JDCF
	উপ-মোট (৮৪-৮৮) ঃ	২০১১৬.০০	২০০৮৪.৪৬	১০০%	৯৯.৮৪%	
	মোট (১-৮৮) ঃ	৫৭৩৮১৮.০০	৫৬৬৯৯১.৮৪	৯৯.৫৩%	৯৯%	

২০১২-১৩ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১,২৫৮ কিঃমিঃ	৭৪৭.৬৭
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	২,১০৩ কিঃমিঃ	৮৭৩.৩৩
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩,২৭৮ কিঃমিঃ	১,০০৩.৭৫
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১১,২৮৬ মিঃ	৬২৩.৬৭
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৫,৭৭১ মিঃ	৩৩৩.৬০
৬	ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ	৬৭ টি	৫৮.৬২
৭	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	৪৭ টি	১২.৮৫
৮	হাট-বাজার উন্নয়ন	৭৩ টি	২১.৯০
৯	সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ	২২৭ (৫০%) টি	২১৫.৮৮
১০	সাইক্লোন সেন্টার পুনর্বাসন	১৬১ (১৩%) টি	৫.০০
১১	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৯৫,০০০ হেক্টর	৯১.৪৪
১২	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	১,৭৩৭ কিঃমিঃ	৬৩.১০
	মোট	-	৪,০৫০.৮১

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলা সদর-তালতলা জি সি রোড

বগুড়া জেলায় বাঙ্গালী নদীর উপর ২৮৬ মিঃ ব্রিজ

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলায় কাপালী বন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ- প্রকল্পের রেগুলেটর

পটুয়াখালী বাস টার্মিনাল

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৪ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ১,৮৫৭.৬৮ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৮২১.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৯৮% । উক্ত ১৪ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯ টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৫ টি ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
(১)	কৃষি	৩	৬৭.৪৭	৬৭.৪৬ (১০০%)	৬৬.৭৮ (৯৯%)	১০০%
(২)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৮.০০	৭.৩৮ (৯২%)	৬.৬৭ (৮৩%)	৮৫%
(৩)	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	১০.০০	১০.০০ (১০০%)	৯.৭১ (৯৭%)	৯৭%
(৪)	পানি সম্পদ	১	২২.২২	১৭.৭৫ (৮০%)	১৬.৩২ (৭৩%)	৮০%
(৫)	শিক্ষা ও ধর্ম	৬	১,৭৪৯.৯৯	১,৭৩৩.৭৫ (৯৯%)	১,৭২২.০৫ (৯৮%)	৯৯%
মোট		১৪	১,৮৫৭.৬৮	১,৮৩৬.৩৪ (৯৯%)	১,৮২১.৫৩ (৯৮.০৫%)	৯৯.০১%

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৫টি সেক্টরে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

২০১২-১৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি		অর্থায়নের
নং	(প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)			ভৌত	আর্থিক	উৎস
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অঙ্গ)। (২৭৯২.৫৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)।	১৮৩.০০	১৭৬.৪৮	৯৬%	৯৬.৪৪%	IDB
২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (৩১৯১৭.১২/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)।	৪৫০০.০০	৪৪৬৯.১৬	১০০%	৯৯.৩১%	GOB
	সাব-সেক্টর ঃ সেচ					
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প। (৩৫৪৩.৫০/০১-০১-১০ হতে ২০১২-১৩)।	২০৬৪.০০	২০৩২.৬৮	১০০%	৯৮.৪৮%	GOB
	উপ-মোট (১-৩) ঃ	৬৭৪৭.০০	৬৬৭৮.৩২	১০০	৯৯%	
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান					
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৪০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	৮০০.০০	৬৬৬.৮৩	৮৫%	৮৩%	IDB

	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ					
৫	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)। (২৩৩৬০.৫৫/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	২২২২.০০	১৬৩১.৪৪	৮০%	৭৩%	IFAD & Govt. of Natherland
	উপ-মোট (৪-৫) ঃ	**৩০২২.০০**	**২২৯৮.২৭**	**৮৩%**	**৭৮%**	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন					
৬	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প। (২২৭৯৭/০১/০১/২০১২-৩০/০৬/২০১৫)	১৫০.০০	১৪২.০৮	৯৫%	৯৪.৭২%	GOB
৭	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯১.০০/০১-০১-১১ হতে ৩০-০৬-১৩)	৭৫০.০০	৭৪৭.৪২	৯৯.৬৬%	৯৯.৬৬%	GOB
৮	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭৮৫১/জুলাই-১২ হতে জুন/১৫)	১০০.০০	৮১.৭৪	৮১.৭৪%	৮১.৭৪%	GOB
	উপ-মোট (৬-৮) ঃ	**১০০০.০০**	**৯৭১.২৪**	**৯৭.১৭%**	**৯৭.১২%**	
	সেক্টর ঃ শিক্ষা ও ধর্ম (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)					
৯	রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৮১৪১৭.৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	১৮৮৫৭.০০	১৭৮৬০.৪০	১০০%	৯৫%	GOB
১০	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১১৭৯০.৬২/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	১৯১৭৯.০০	১৮৯৬৭.৯১	১০০%	৯৯%	GOB
১১	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০৮.০০/০১ -০১-১১ হতে ৩১ -১২-১৪)	৫০৬২.৩৯	৫০১২.৩৯	১০০%	৯৯%	GOB
১২	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩। (৬৫২৭৯৯.০৫/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	১১১৭২০.৯৪	১১১৬৪১.৫৮	১০০%	৯৯.৯৩%	ADB, IDA, NORAD, EC, SIDA, CIDA, JICA, UNICEF, Netherlands, AUS Aid
১৩	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (৭৩৮৪৬.০০/জুলাই-১১ হতে জুন-১৪)	১৮৯০০.০০	১৮৬৯৪.৭৫	১০০%	৯৯%	GOB
১৪	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)। (১৬৯৩৩.০০/জানুয়ারী-১২ হতে জুন-১৪)	১২৮০.০০	২৮.৪৭	৩.৫%	২.২%	IDB
	উপ-মোট (৯-১৪) ঃ	**১৭৪৯৯৯.৩৩**	**১৭২২০৫.৫০**	**৯৯%**	**৯৮%**	
	মোট (১ -১৪) ঃ	**১৮৫৭৬৮.৩৩**	**১৮২১৫৩.৩৩**	**৯৯%**	**৯৮%**	

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা কাঁঠালবাড়িয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভ

২০১২ - ১৩ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১২ - ১৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পাকা সড়ক উন্নয়ন	২০.৪ কিঃমিঃ	২,০৫৬
২.	কাঁচা সড়ক উন্নয়ন	৮ কিঃমিঃ	১৪.৫
৩.	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৩২.৫ মিঃ	৮৪
৪.	ব্রিজ নির্মাণ	১ টি	৩
৫.	রেগুলেটর নির্মাণ	৮ টি (আংশিক)	১১৬.৫৫
৬.	রাবার ড্যাম নির্মাণ	৩ টি (১০০%) ও ৬ টি (আংশিক)	৪,২৫৩.৪২
মোট ঃ		-	৬,৫২৭.৪৭

পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১২ - ১৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পাকা সড়ক নির্মাণ	১৯ কিঃমিঃ	৮১৪.০০
২.	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৬ টি	৯০.০০
৩.	পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	৫টি	১০.০০
৪.	ইউ-ড্রেন নির্মাণ	১৫ টি	৩০.০০
৫.	সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ	২ টি	১৭৯.৩৬
	মোট ঃ	-	১,১২৩.৩৬

তেতুলিয়া-সদরবাড়িয়া বাঁধ, সদর, জামালপুর

সেচ ক্যানেল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য ১৮ টি প্রকল্প নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১২ - ১৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩	৩১২.৩৮	IFAD & Netherlands
২	দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২)।	২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩	১৫৩৬.৮৮	ADB, DFID, KfW, GTZ
৩	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)।	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	৯১১.৮০	GoB
৪	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (সংশোধিত)।	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	১৯৪.৯৪	GoB
৫	ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা)।	২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩	১৬৪.১৪	GoB
৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম।	০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩	১১৫.১০	GoB
৭	সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩	২০০.০০	GoB
৮	নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তাড়াশ (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩	২২.৬৩	GoB
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (চেঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন।	জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২	১৫.৩৭	GoB
১০	ভোলা বাসষ্টান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	জুলাই/১১ হতে জুন/১৩	৩.৩৩	GoB
১১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District.	জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩	১.৬০	GoB
১২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (three) nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj Districts, Bangladesh.	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩	১.৩৮	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaibandha, Chittagonj & Magura Districts.	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩	১.৮৬	GoB
১৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh.	জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩	১.৯৮	GoB
১৫	রংপুর বিভাগের অর্ন্তগত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৬/১৩	১.৬৪	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৬	Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II.	জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২	২৮.০৭	IDA
সেক্টর ঃ পরিবহণ				
১৭	সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩	৭৩.৮৫	GoB
১৮	বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩	২২৫.৬৮	GoB

২০১২-১৩ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের জন্য ২২ টি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। এই প্রকল্পগুলির তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১২ - ১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (three) nos. Large Bridges in Nagaon & Manikgonj Districts, Bangladesh.	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩	১.৩৮	GoB
২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaibandha, Chittagong & Magura Districts.	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩	১.৮৬	GoB
৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh.	জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩	১.৯৮	GoB
৪	রংপুর বিভাগের অর্ন্তগত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৬/১৩	১.৬৪	GoB
৫	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal Districts	অক্টোবর/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৩	১.৪০	GoB
৬	Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2).	জুলাই'১২ হতে জুন'১৭	৩৩৪৩.০৫	IDA
৭	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।	২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮	১২৩০.০০	ADB
৮	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাবমার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪	২৪.৫২	GoB
৯	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫	৪৪.৮৯	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
১০	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh.	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩	০.৮৯	GoB
১১	Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'xBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria.	জানুয়ারী/১৩ হতে মে/১৪	০.৮৪	GoB
১২	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫	১৭.০০	GoB
১৩	Northern Bangladesh Integrated Development Project.	২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯	২৭০৫.৯৪	JICA
১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	২০.৭৯১৬	GoB
১৫	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Nos. Large Bridges of Pirojpur & Tangail Districts.	ফেব্রুয়ারী/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৩	১.১০	GoB
১৬	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহঝুরি ইউপি ভায়া বৈকন্ঠপুর-বালিয়াবান্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প।	০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৩	১.০৭	GoB
১৭	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৬	৬৩৮.০০	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৮	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project.	অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/১৩	৮.৪০	ADB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস
১৯	PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project.	২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭	৩৪.৯৪	ADB
২০	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation)	ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জানুয়ারী/১৫	১০.২৭	JFPR & ADB
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)				
২১	TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development.	সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭	৫৬.৮৫	JICA
সেক্টর ঃ পরিবহন)				
২২	বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত অনুমোদিত)।	১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩	৫.৪৭	GoB

২০১২-১৩ অর্থবছরে কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি কিশোরগঞ্জ জেলায় হোসেনপুর উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি সিলেট জেলায় শিমুলকান্দি-সড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি সিলেট জেলার লক্ষনাবন্দ-ফুলসাইন্দ-পুরকায়স্থবাজার সড়কে দেওয়ানবাগ খালের উপর কমলগঞ্জ ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব অধ্যাপক ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক, এমপি সাতক্ষীরা জেলায় খারহাট কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার এর শুভ উদ্বোধন করেন।

পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি চাঁদপুর জেলায় পাঁচগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

Inauguration of 33m Bridge on Sreerampur-Bashgari Road under Raipura upazila (RIIP-II).

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, এমপি নরসিংদী জেলায় রায়পুর উপজেলায় শ্রীরামপুর-বাঁশগাড়ী সড়কে ৩৩ মিটার ব্রিজের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি লালমনিরহাট জেলায় জোংড়া ইউপি-লক্ষরেরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর নির্মিত ২১৬ মিটার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ঢাকা বাইপাস হতে পুবাইল সংযোগ সড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি।

সড়ক উন্নয়ন ঃ

এলাকার জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৭৪৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,২৫৮ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৮৭৩.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,১০৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ১,০০৩.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,২৭৮ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ৬৩.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৭৩৭ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহণ সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে। এমন কিছু আলোকচিত্র নিচে প্রদর্শিত হয়েছে।

যশোর জেলায় চৌগাছা- কোটচাঁদপুর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

রক্ষণাবেক্ষণের পর সিলেট জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলাধীন হেতিমগঞ্জ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার সড়ক

Bituminous Carpeting Road with plantation, Noakhali

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা-কাপাসিয়া ভায়া ঘাগড়া সড়ক

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ঃ

নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারা দেশে ৯৫৭.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭০৫৭ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৮১০ মিটার শালটিয়া ব্রিজ

মুন্সিগঞ্জ জেলার সাপেরচর বাজারের নিকট ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার সেতু

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন ঃ

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় ধারাবাসাইল গ্রোথ সেন্টার মার্কেট

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার হলো গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২০ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি তথা পল্লী এলাকার বাণিজ্য তথা অর্থনীতির অধিক প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঃ

স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা প্রদানের কার্যক্ষমতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করাই প্রাথমিক চাহিদা। এরই অংশ হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৮.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর হচ্ছে।

পার্শ্বভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, চাটমোহর, পাবনা।

উপজেলা কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণঃ

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংগে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় সৃষ্ট নতুন উপজেলাসমূহে উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান অনেক উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২১.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪ টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কর্মসূচি গৃহীত হয় যার অর্জিত গড় ভৌত অগ্রগতি ৩% এবং ৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত ৪ টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের সম্প্রসারণ কাজের অর্জিত গড় ভৌত অগ্রগতি ৫১%।

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলায় নির্মিত উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের ত্রি-মাত্রিক চিত্র।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি অন্যতম প্রধান অংগ। সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকান্ড হিসাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে এলজিইডি ২০১২-১৩ অর্থবছরে সড়ক **৩,৪৯,৭৮৮**টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা **৩,২৩,৪৪৭**টি (৯২%)। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় বোড়াগাড়ী ইউপি অফিস-বোড়াগাড়ী হাট রাস্তায় রোপিত বৃক্ষ।

এলজিইডি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ফরিদপুর	৩০০০	১০০০	১০০০	৫০০০	২৭০০	৯০০	৯৫০	৪৫৫০	৯১
মানিকগঞ্জ	৩৫০০	৫০০	১৫০০	৫৫০০	৩৪৮০	৪৮৮	১৪৮১	৫৪৪৯	৯৯
মুন্সীগঞ্জ	৮৩৫০	২৩৭২	১১৫০	১১৮৭২	৭৫০০	১৯৫০	৯২৫	১০৩৭৫	৮৭
ময়মনসিংহ	১০৮৩৬	৩৯৫৮	৩৭৬০	১৮৫৫৪	১০২২৬	৩৫৭৭	৩৩৫৫	১৭১৫৮	৯২
জামালপুর	২৮৮৬৩	৬৩৩৮	৯০৩২	৪৪২৩৩	২৬৬২৬	৫৬৬১	৮৩৬০	৪০৬৪৭	৯২
শেরপুর	১৭৫৫০	৪০৫০	১০৪০০	৩২০০০	১৫৯৬৫	৩৩২৫	৮৭৬৫	২৮০৫৫	৮৮
নেত্রকোনা	২৩৪২২	১০০০০	১৩৪২২	৪৬৮৪৪	২২৩২২	৯৫০০	১২০২২	৪৩৮৪৪	৯৪
কিশোরগঞ্জ	১৪৯৫০	৫৯৬৫	৮৯৭৫	২৯৮৯০	১০৪৬০	৪১৭৫	৬২৮০	২০৯১৫	৭০
নরসিংদী	২৪৭০	১৯১৫	১১৫০	৫৫৩৫	২২৭২	১৮৩৯	১০৪০	৫১৫১	৯৩
মাদারীপুর	৩২০৮৩	০	০	৩২০৮৩	২৮৮০০	০	০	২৮৮০০	৯০
পাবনা	৭১০০	৪২৫০	২৮৫৬	১৪২০৬	৭১০০	৪২৫০	২৮৫৬	১৪২০৬	১০০
নবাবগঞ্জ	০	০	৫১০০	৫১০০	০	০	৪১৮২	৪১৮২	৮২
নাটোর	১৭০৭৯	৯৯৯৫	৮০৩৮	৩৫০৯২	১৬০৫৯	৯৯৯৫	৮০৩৮	৩৪০৯২	৯৭
দিনাজপুর	৮০০০	০	০	৮০০০	৭৯২৫	০	০	৭৯২৫	৯৯
নীলফামারী	৩৫১০	১৫৬৩	২৭৩০	৭৮০৩	৩১৬০	১৪১০	২৪৫০	৭০২০	৯০
লালমনিরহাট	৪১০৩	৮৮০	৮৭৯	৫৮৬২	৪১০৩	৮৮০	৮৭৯	৫৮৬২	১০০
রংপুর	১৩৩৪	১০২৬	১০৯০	৩৪৫০	১১০৮	৮৪৯	৮৯৬	২৮৫৩	৮৩
গাইবান্ধা	২৩৫১	৭০০	১১৫০	৪২০১	২৩৫১	৭০০	১১৫০	৪২০১	১০০
কুমিল্লা	৫২১৭	৫২১৭	৫২১৬	১৫৬৫০	৫২০০	৪৯৫০	৪৯১৭	১৫০৬৭	৯৬
চট্টগ্রাম	২১৬০	১১২০	৩২০	৩৬০০	১৯৬৬	১০৩৫	২৯৭	৩২৯৮	৯২
খাগড়াছড়ি	২৫০০০	১০০০	১০০০	২৭০০০	২৫০০০	১০০০	১০০০	২৭০০০	১০০
রাঙ্গামাটি	১৭০০০	১০০০০	৭৭৮৩	৩৪৭৮৩	১৭০০০	১০০০০	৭৭৮৩	৩৪৭৮৩	১০০
চাঁদপুর	২৪২৫	৯৭০	১৪৫৫	৪৮৫০	২৪০৭	৯৪৭	১৩৮০	৪৭৩৪	৯৮
ফেণী	১৩৭৭২	২০৫০	২৫৫০	১৮৩৭২	১৩৭৭২	২০৫০	২৫৫০	১৮৩৭২	১০০
নোয়াখালী	৩৬২০	০	০	৩৬২০	৩৬২০	০	০	৩৪৮৫	৯৬
সিলেট	১৫০০০	২৭৫০	৯৫৪	১৮৭০৪	১৩৬৪৩	২৭৫০	৯৫৪	১৭৩৪৭	৯৩
সুনামগঞ্জ	১১৩৩২	৮৫০০	৮৫০০	২৮৩৩২	১০৬৯৫	৮০২২	৮০২২	২৬৭৩৯	৯৪
মৌলভীবাজার	৯৪৬০	২১০০	১৮০০	১৩৩৬০	৯০০০	১৫০০	১৮০০	১২৩০০	৯২
হবিগঞ্জ	২২১০০	৭০০০	৬৩০৮	৩৫৪০৮	১৯৮৯০	৬১১৫	৫৪৩৮	৩১৪৪৩	৮৯
খুলনা	১০০৮১	৬৭২০	-	১৬৮০১	১০০৮১	৬৭২০	-	১৬৮০১	১০০
চুয়াডাংগা	২০০০	-	-	২০০০	১৮৮০	-	-	১৮৮০	৯৪
বাগেরহাট	২৫৯৫	৭৬০	৪৬৪	৩৮১৯	২৩৩৪	৬১৪	৩৬৪	৩৩১২	৮৭
সাতক্ষীরা	২৯২০	১১৬৮	১৭৫২	৫৮৪০	২৮৪৯	১০৯৩	১৬২৫	৫৫৬৭	৯৫
যশোর	১৫০০	৫০০	-	২০০০	১৪২০	৪৪৫	-	১৮৬৫	৯৩
বরিশাল	৪২৪০	৩৪১৫	৩৪১৫	১১০৭০	৩৩৯২	২৭৩২	২৭৩২	৮৮৫৬	৮০
বরগুনা	২৮৬৫০	৩৫০০	৩৫০০	৩৫৬৫০	২৬৬৫০	৩১৪০	৩০৩২	৩২৮২২	৯২
পটুয়াখালী	১১১০০	২২০০	২৭০০	১৬০০০	৪৪০০	১৮০০	২২০০	১২৮০০	৮০
ভোলা	১৯২৫০	৪৯৬৮	১৪৫৩০	৩৮৭৪৮	১৩৪৭৫	৩৭২৬	১০১৭১	২৭৩৭২	৭৩
ঝালকাঠি	২৪৯৪	১৫০২	১৩৩২	৫৩২৮	২৩২০	১৪৬০	১২৭০	৫০৫০	৯৫
পিরোজপুর	১০০০০	৫০০০	৫০০০	২০০০০	৯৭২৫	২৯৯২	৩৪৬২	১৬১৭৯	৮১
মোট :	৪১০৪১৭	১২৪৯৫২	১৪০৮১১	৬৭৬১৬০	৩৭২৮৭৬	১১২৫৯০	১২২৬২৬	৬১২০৫৭	

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

পল্লী সড়ক এবং পল্লী সড়কের উপরে অবস্থিত ব্রিজ/কালভার্ট -এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ ও কারিগরী মান সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক গত ২৮ শে জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে "পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩" অনুমোদিত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় অন্যান্য উৎস হতে অর্থায়নের জোগানের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াও এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ সুনির্দিষ্ট করে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নকৃত সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হবে। এছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয়ন, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, সড়ক নিরাপত্তা, পরিবেশ, মান নিয়ন্ত্রণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা উক্ত নীতিমালায় রয়েছে।

এলজিইডি'র এক বিশাল সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম। রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন 'Best Practice' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারনত নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৬০.০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা বিগত বছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ১৩৫.০০ কোটি (২১.৬০%) বেশী।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

(২০০৩-০৪ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ের বারগুলি দেখান হলো)

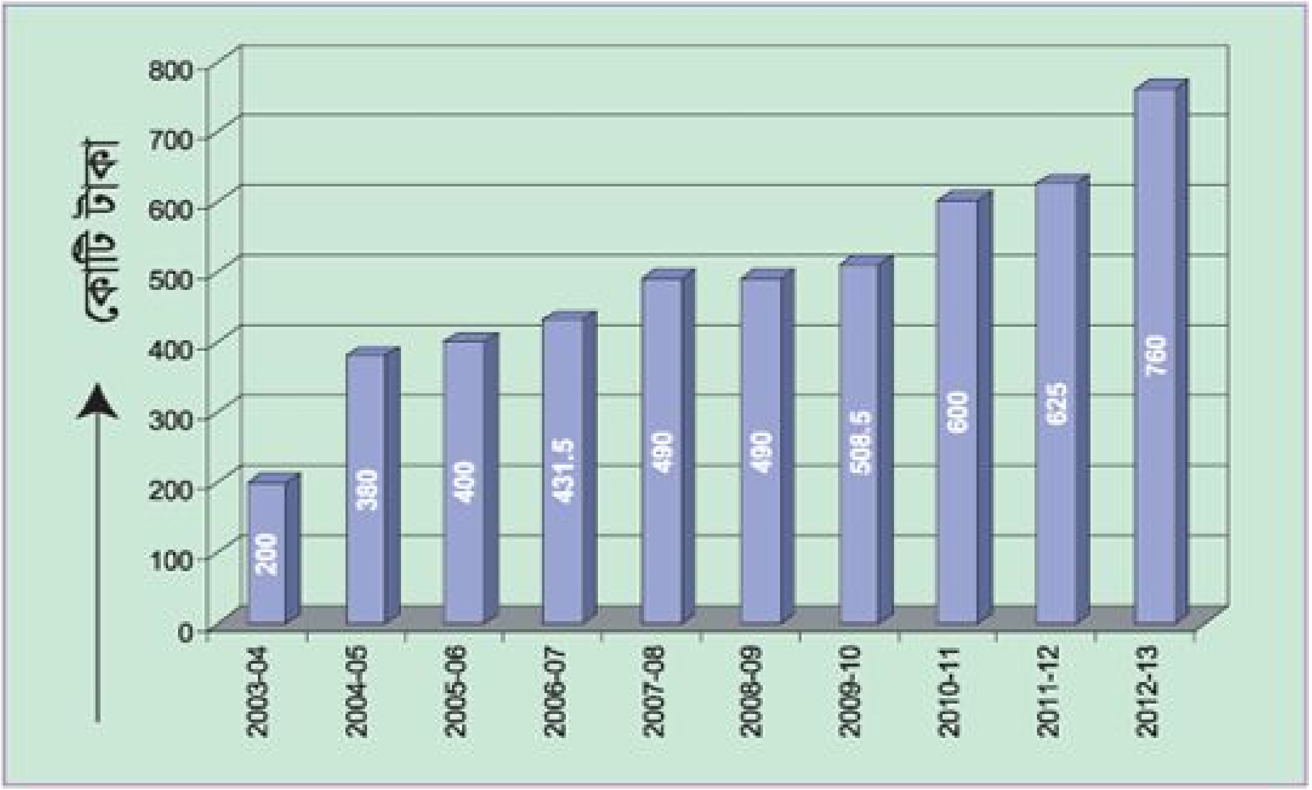

২০১২-১৩ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
ক)	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১৫,৫০০ কিঃমিঃ	৬৫.১০
খ)	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৮০০ কিঃমিঃ	৬৫৬.৯০
গ)	ব্রিজ / কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৩,৬০০ মিঃ	৩৮.০০
	মোট	-	৭৬০.০০

বাস্তবায়িত বিভিন্ন পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

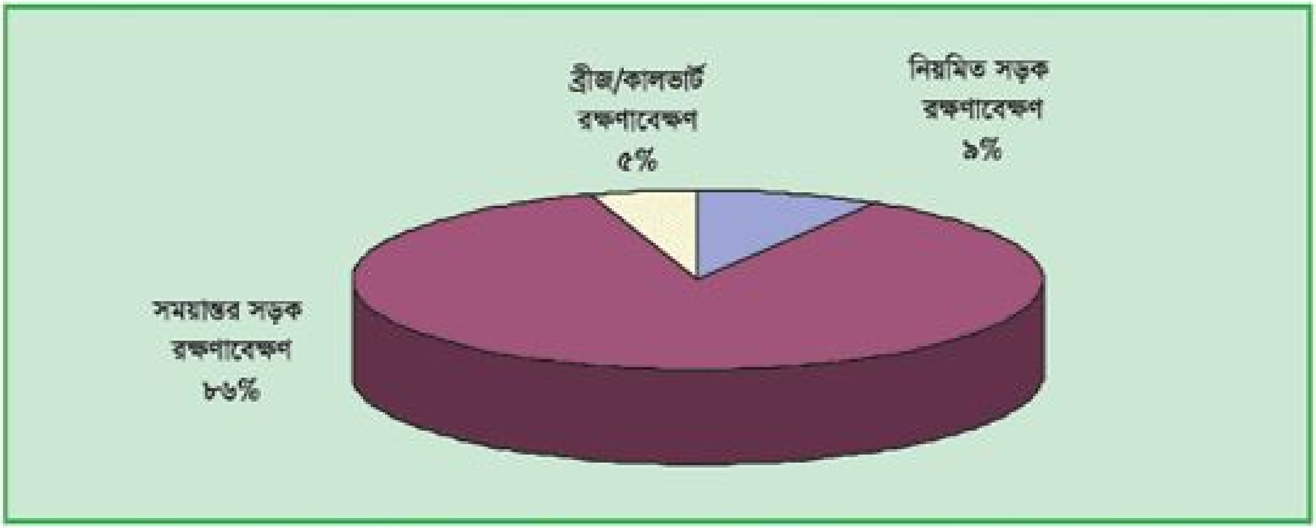

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর ফকিরগঞ্জ হাট জিসি-সাতখামার আর এণ্ড এইচ সড়ক, আটওয়ারী, পঞ্চগড়

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর কাশিম বাজার- বায়া সড়ক, তানোর, রাজশাহী

পানির ঢেউয়ের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে মেরামতের পর কেশবপুর-কাটাখালী, নেহালপুর সড়ক, কেশবপুর, যশোর।

এলসিএস মহিলা দ্বারা পাকা সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ সোল্ডার ও স্লোপের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

পরিকল্পিত নগরায়ন যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুতগামীতা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই প্রকটভাবে দৃশ্যমান। ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যার হার ছিল মোট জনসংখ্যার ১৯%, ২০০৫ সালে নগর জনসংখ্যার হার ছিল ২৬%, ২০১১ সালে নগর জনসংখ্যা ছিল ২৮%। নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে এর অবদান শতকরা ৫০ ভাগের বেশী। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে অর্থাৎ বছরে শতকরা প্রায় ২.৫ ভাগ হারে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও রাজধানী তথা দেশের প্রধান নগরী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। বাংলাদেশের কয়েকটি মহানগর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অথচ অপরিকল্পিত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্য দিকে ছোট ছোট নগর সামগ্রিক ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি না পেলেও তাদেরও নগরায়ন হচ্ছে অপরিকল্পিত ভাবে। নগর অঞ্চলের স্বাভাবিক জনসংখ্যা ও পরিসীমা বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে জনসংখ্যার আগমন দ্রুত নগরায়নের প্রধান কারণ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর সেক্টরের ক্রমবর্ধমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম সহযোগিতা প্রদান করে থাকেঃ

১। অবকাঠামো উন্নয়ন ;

২। পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ;

৩। দক্ষতাবৃদ্ধি।

অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সরকার ও দাতাসংস্থার অর্থায়নে ২০১২-১৩ অর্থবছরে নগর এলাকার অবকাঠামো ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় নিচে বর্ণিত ১৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। চলমান প্রকল্পের তথ্যাবলি নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

এলজিইডি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০১২-১৩ অর্থবৎসরে প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়নের উৎস
১।	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৬	১,৩০,৫৬২.৭৫	৭,৪৮৮.৪১	GOB-ADB-KfW
২।	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	২০০৯-২০১৪	১,১৪,৮৫৪.৭৫	২৩,৮৩৭.৮	GOB-ADB-KfW-GIZ

৩।	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP)	২০১৩-২০১৯	২,৭০,৫৯৪.০০	১৪.২২	GOB-JICA
৪।	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (UPPRP)	২০০৭-২০১৫	৮২,৬০২.০৯	১৫,২৩৭.৮	GOB-DFID-UNDP
৫।	বৃহত্তর ঢাকা সাসটেইনেবল নগর ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট	২০১২-২০১৬	২৩,৪৫৭.৩৩	-	GOB-IFPR
৬।	রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৩	২,৪৮৫.০০	১,৩২৫.২৫	GOB
৭।	গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৩	৪৫,১৯৪.৩১	৩,৫৭৪.৭০	GOB
৮।	নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	২০১২-২০১৩	৬,৩৪৬.০০	২,১৯৯.৯৮৪	GOB
৯।	খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প	২০১০-২০১৩	৬,৯৭৫.০০	৭৬৫.৮০	GOB
১০।	মগবাজার ফ্লাইওভার প্রকল্প	২০১১-২০১৩	৭৭,২৭০.০০	৩,৪২৯.০০	GOB-SFD-DFID
১১।	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪-২০১৪	২১,০৩৬.০৮	৩,৪৯৯.৭২	GOB
১২।	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪-২০১৪	১৯,৬৭৪.৪৭	৩,৪৭৯.৬০	GOB
১৩।	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০১১-২০১৪	১,১৫,০৯৮.৯০	৬,৫৯১.২০	GOB
		মোট	৮,৯২,৬৯৩.৩৫	৭১,৪৪৩.৪৮	

প্রক্রিয়াধীন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরী সহায়তা ও বিনিয়োগ প্রকল্পের তথ্যসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পে নাম	সম্ভাব্য প্রকল্প মেয়াদ	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	মন্তব্য
১।	মিউনিসিপ্যাল গভরনেন্স সার্ভিসেস প্রকল্প (MGSP)	--	--	WB	বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান
২।	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রকল্প।	২০১২-২০১৩	৬২৯.০০	KfW-ADB	PPTA এর কার্যক্রম চলমান
৩।	Inclusive City Governance Project (ICGP)	২০১২-১৩	৮৫৪.০০	JICA	PPTA এর কার্যক্রম চলমান

২০১২-২০১৩ অর্থবৎসরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১।	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	৭১৬.০৬কিঃ মিঃ	২২৭.২৩৮
২।	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৭৮৩.৬৬ মিঃ	২২.৬৪
৩।	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২২৫.৮৫ কিঃ মিঃ	৫৭.৪২
৪।	নদী পুনঃখনন	১৭,৬০,০০০ ঘন/মিঃ	১২.০০
৫।	নদীর পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	৪.১৫ কিঃ মিঃ	৭.৫৬
৬।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/টুইন পিট ল্যাট্রিন/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৯,৬৭০ টি	৩০.১০
৭।	বাথরুম নির্মাণ	৬১৩ টি	২.৮৮৩
৮।	নলকূপ স্থাপন	৫,৬৬৭ টি	২৫.২৮
৯।	বাস টার্মিনাল নির্মাণ	২ টি	১.৫০
১০।	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	১১ টি	১.৪৪২
১১।	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১১,০২৪ টি পরিবার	২০.৩২
১২।	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ/ফুটপাথ	০.৮৪কিঃ মিঃ	.০৮
১৩।	ডাম্পিং সাইট ও ট্রান্সফার স্টেশন	৩৯ টি	২.০০
১৪।	কাঁচা বাজার নির্মাণ	২২টি	৬.৬৭
১৫।	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	৪ টি	৫.১৭
১৬।	কবরস্থান উন্নয়ন	৯ টি	১.৩৮
১৭।	বৃক্ষরোপণ	৭৫০ টি	০.০৩
১৮।	ওভারহেড ট্যাংকসহ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন	৪.৬৩ কিঃমিঃ	.৩২৪
১৯।	মিক্সিং লুপ ও ফ্লাইওভার নির্মাণ	২ টি	১৪৮.৫৩
২০।	স্ট্রিট লাইট ও পোল স্থাপন	২৫৫ টি লাইট ৩০.৩২ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইন	৫.৭৭১
২১।	পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য	-	৪৯.০৮
২২।	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (আংশিক)	-	৭.২০
২৩।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংযোজন সড়ক নির্মাণ	১০কিঃ মিঃ	০.৭৫
২৪।	বোট ল্যান্ডিং স্টেজ	৮ টি	.২৫
২৫।	জমি অধিগ্রহণ	১.২০৭৫ একর	.৫১
	মোট		৬৩৬.১২৮

নগর অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ঃ

মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প

৭৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ৮.২৫ কিলোমিটার। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা সৌদি ফাণ্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ১৯৬ কোটি টাকা ওপেক ফাণ্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মেটানো হবে।

ভারতের 'সিমপ্লেক্স ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড' এবং বাংলাদেশের 'নাভানা'র যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান "সিমপ্লেক্স নাভানা জেভি" এবং চীনা প্রতিষ্ঠান "দি নম্বর ফোর মেটালারজিকাল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি অব চায়না এমসিসিসি (নং-৪)-এসইএল-ইউডিসি জেভি" ফ্লাইওভারটি নির্মাণে ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।

ফ্লাইওভারটি সাতরাস্তা মোড়, এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড়, মৌচাক মোড়, শান্তিনগর মোড়, মালিবাগ মোড়, চৌধুরীপাড়া মোড় ও রমনা থানা মোড়সহ ৮টি এবং মগবাজার ও মালিবাগ সহ ২টি রেলক্রসিং অতিক্রম করবে। ৪-লেন বিশিষ্ট এ ফ্লাইওভারে ওঠানামার জন্য ১৫টি র‌্যাম্প থাকবে। এছাড়া তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা, এফডিসি, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, বাংলামোটর, মগবাজার, মালিবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং শান্তিনগর মোড়ে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকবে।

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের (সায়েদাবাদ প্রান্তে) লুপ নির্মাণ প্রকল্প

৬১৫.২৬ মিটার দৈর্ঘ্যের খিলগাঁও ফ্লাইওভারের একটি লুপ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলছে। ৪৩.৫৯ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 'ডব্লিউএমসিজি-নাভানা (জেভি)' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দায়িত্ব পেয়েছে।

সায়েদাবাদ প্রান্তে লুপটি নির্মাণের ফলে বর্তমান ফ্লাইওভারের যানবাহন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চলাচলে পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া মহানগরীর খিলগাঁও রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন হবে।

খিলগাঁও ফ্লাইওভার (সায়েদাবাদ প্রান্তে) লুপ নির্মাণের লে-আউট প্লান

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্য হ্রাসকরণ প্রকল্পটির (ইউপিপিআরপি) বাস্তবায়ন জুলাই ২০০৭-এ শুরু হয় যা মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত চলবে। প্রকল্প ব্যয় ৮২৬.০২ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি অংশ ৫৬.৪৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (পিএ) অংশ ৭৬৯.৫৬ কোটি টাকা। প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ডিএফআইডি ৭৪৯.০১ কোটি এবং ইউএনডিপি ২০.৫৫ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করছে।

প্রকল্পটি দেশের ১৯টি পৌরসভা এবং ১১টি সিটি করপোরেশনের প্রায় ৩০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়নে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ২৮,২২,৭৫০ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ২৪,৩৮৭টি প্রাথমিক দল, ২,১৮২টি সিডিসি এবং ১৮,৯৬৪টি 'সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে।

কমিউনিটির সদস্যরাই নিজেদের কাজ নিজেরা বাস্তবায়ন করে। আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য এই হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কমিউনিটির সদস্যরা নিজেরাই ফুটপাথ, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদানসহ নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলাসহ দরিদ্র নগরবাসীর জীবনমান বদলে যাচ্ছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১। আবাসস্থল উন্নয়ন তহবিল ঃ লক্ষ্যমাত্রার ৪৮.৫৩ শতাংশ

২। আর্থসামাজিক উন্নয়ন তহবিল ঃ লক্ষ্যমাত্রার ৪৭.৮৬ শতাংশ

৩। যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ঃ লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ

৪। প্রশিক্ষণ ঃ লক্ষ্যমাত্রার ২২.২৫ শতাংশ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শহরের গরীব জনগোষ্ঠী দলে সংগঠিত হচ্ছে। তারা তাদের বসবাসের স্থান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে পারছে। এছাড়া শহরের দরিদ্র পরিবারগুলো জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের আয় এবং সম্পদ অর্জন করতে পারছে।

বস্তিতে প্রদত্ত সেবার দু'টি দৃশ্য

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামেনা উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-২

২০০৯ সালে দ্বিতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (UGIIP-II) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। দেশের ৩৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত। বর্তমানে প্রকল্পটির ৩য় ফেসের কাজ শেষ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ২য় ফেসের সফল সমাপ্তিতে ৩য় ফেস আরম্ভের সময় দেশের আরও ১৬টি পৌরসভাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ৩য় ফেসে মোট ৪৭টি পৌরসভায় এই দ্বিতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (UGIIP-II) প্রকল্পের কাজ চলছে।

প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল ফ্যাসিলিটিজ, বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এছাড়া নগর সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্লান, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি, সিবিও গঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পটি ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য, যার মোট ব্যয় আনুমানিক ১,১৪৮.৫৩ কোটি টাকা যার মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২১৭.৫৪, এডিবি ৫৯৬.৫৫, কেএফডব্লিউ ২৪৭.৩৫, জিআইজেড ৩২.২৩, পৌরসভা ৫০.০৬ এবং স্টেকহোল্ডার ৪.৮০ কোটি টাকা।

হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। বিগত ২ অর্থ বছরে আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ৩৫টি পৌরসভার মধ্যে ৩২ টি পৌরসভা বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিলসহ অন্যান্য বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছে। ৩৫টি পৌরসভায় টিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি গঠনের পাশপাশি সিটিজেন চার্টার, জিআরসির প্রবর্তন এবং অভিযোগ কেন্দ্র গঠন করা নিঃসন্দেহে অনন্য উদ্যোগ।

বর্ণিত বিভিন্ন কর্ম সমূহ নগর সুপরিচালনে দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টা, যা পৌরসভার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণসহ পৌরসভাকে সেবা প্রদানে দক্ষ করে গড়ে তুলছে। সদ্যসমাপ্ত ফেস-২, এর অভিজ্ঞতার আলোকে UGIIP-2 প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভাকে এই বার্তা প্রদানে সক্ষম হয়েছে যে, পৌরসভার নিজস্ব পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে- UGIIP প্রদত্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী, সেবা ও জবাবদিহিমূলক এবং নগর সুপরিচালনে দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান।

সিবিও সভায় আলোচনারত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ।

টিএলসিসি সভা

প্রকল্পের নাম ঃ নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গত ডিসেম্বর ২০১২ শুরু হয় নদী নরসুন্দা পুনঃখননের কাজ বর্তমানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে আছে নদী পুনঃখনন, দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ নির্মাণ, নদীর পাড়ে রাস্তা ও ফুটপাথ নির্মাণ, পার্ক নির্মাণ এবং ঘাট নির্মাণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

নরসুন্দা নদী পুনঃখননের কাজ চলছে

প্রকল্পের নামঃ রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত শ্যামা সুন্দরী খালের ১৫.৮৭ কিঃমিঃ অংশ পুনঃখননের কাজ সম্পন্নের পর বিদ্যমান খালের ৭.৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বরাবর Slope Protection এবং খালের দু'পাশে ৬.৪ কিলামিটার অংশে ফুটপাত নির্মাণ কাজ চলছে।

শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগর জীবনের পরিবেশ দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, নাগরিক চলাচল ও চিত্ত বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং নগর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসণের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মুক্ত হয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে। খাল পুনঃখনন ও ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে খালের জমির অবৈধ দখল রোধ করা সম্ভব হবে। খালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে পৌর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়নের সম্পাদিত কাজের অংশ বিশেষ

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নাগরিক সেবা উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প" (UGIIP-I) এর আওতায় সর্বপ্রথম ৩০ (ত্রিশ) টি পৌরসভায় "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় পরিচালন অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচির (UGIIP-II) আওতায় ৩৫টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও JICA এর সহায়তায় "নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে নিচে বর্ণিত ৬টি সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১টি কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে UGIAP বাস্তবায়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২) নগর পরিকল্পনা
৩) নারীর অংশগ্রহণ
৪) নগর দারিদ্র বিমোচন
৫) আর্থিক স্বচ্ছতা ও স্থায়ীত্ব
৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গর্ভন্যান্স

UGIIP-2 প্রকল্প পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬ টি কম্পোনেন্ট এ ২৭ টি কর্মকান্ডের আওতায় ১১৬ টি কাজ সমন্বিত "নগর পরিচালন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা" (UGIAP) বাস্তবায়ন করে, যা অবশ্য করনীয় শর্ত বা ক্রাইটেরিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা সমূহকে অর্জন করতে হয় । STIFPP-II প্রকল্পও ইতোপূর্বে UGIAP অনুসরণ করে অন্তর্ভুক্ত পৌরসভাসমূহে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রভুত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পৌরসভায় অনুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, Mass Communication Cell, অভিযোগ নিস্পত্তি কেন্দ্র ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নবযুগের সূচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রক্রিয়াধীন Municipal Governance Service Project (MGSP) I JICA এর সহায়তায় Inclusive City Governance Project (ICGP) – এর আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১০ টি অঞ্চলে ১৭৬টি পৌরসভা ও ৭ টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১০ টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলীর সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১০টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের আওতায় নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়-

১। কম্পিউটারাইজেশন ঃ

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

২। পরিকল্পিত নগরায়ণ ঃ

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;

(খ) পৌরসভার বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;

(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

৩। কমিউনিটি মবিলাইজেশন ঃ

পৌরসভার বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সহায়তা প্রদানের জন্য নিচে বর্ণিত কমিটিগুলি গঠনে সহায়তা প্রদান করা হয় ঃ

(ক) শহর সমন্বয় কমিটি গঠন (TLCC);

(খ) ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন (WLCC);

(গ) কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) (পাইলট ভিত্তিতে)।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিটের সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

নগর বিষয়ক প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তথ্যাবলী ঃ

CRDP, UGIIP-II ও UPPR হতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে যা পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়েছে।

নগর বিষয়ক প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রকল্প/ ইউনিটের নাম	প্রশিক্ষণের নাম	অংশগ্রহণকারী	ব্যাচ সংখ্যা	সময় কাল (দিন)	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নগর উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP)	সাব প্রজেক্ট সিলেকশন	পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ	১	১	৭৭	-	৭৭
		ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট	পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ	১	২	৪৫	১৪	৫৯
২	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UGIIP-II)	ওরিয়েন্টেশন/ওর্য়াকশপ	মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও সচিববৃন্দ	২	২	১৫৩	৪	১৫৭
		জেন্ডার এ্যাকশন পান	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	৭	৭	১০৯	৫৬	১৬৫
		দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	১	১	৫০	৩	৫৩
		কমিউনিটি মবিলাইজেশন	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	১	২	২৩	৪	২৭
		কোয়ালিটি কন্ট্রোল ওর্য়াকশপ	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	১	১	১২৪	-	১২৪
		TOT অন আইইসি ম্যাটিরিয়াল্স	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	১	২	২৫	২	২৭
		টিএলসিসি বিষয়ক কর্মশালা	পৌরসভার মেয়র ও কর্মকর্তাবৃন্দ	৪	৪	৭৯	২	৮১
		জেন্ডার ফোকাসড টিওটি প্রশিক্ষণ	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩	৯	৫৫	৩৮	৯৪
৩	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (UPPR)	বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও কমিউনিটির জনগণ	৪৯৪	২৫৬৭০	১২৮১	১০৭৩৯	১২২২০
			মোট =	৫১৬	২৫৭০১	২০২১	১০৮৬২	১৩০৮৪

স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অনুকুলে নগর সেক্টরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ ঃ

১। স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পৌরসভাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীল, নাগরিক সুযোগ সুবিধা সেবাসমূহকে স্বল্প সময়ে জনগণের মাঝে পৌছানো নিশ্চিত করণের নিমিত্তে পৌরসভাসমূহের মধ্যে WAN স্থাপন ও ডাটাবেইজ প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে পৌরসভার Management Information System (MIS)-এর জন্য এমআইএস সফ্টওয়্যার, ওয়েব পোর্টাল ও পৌরসভার তথ্যসেবা স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বেসিক কম্পিউটার এবং অপারেশনের ও সফ্টওয়্যারের উপর পৌরসভার জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এমআইএস, ওয়েব পোর্টাল ও পৌরসভা তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্প/ ইউনিটের নাম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	ব্যাচ সংখ্যা	সময় কাল (দিন)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট
১	নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট	পৌরসভা এম আইএস সফ্টওয়্যার ও ওয়েব পোর্টাল	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৫	৭৫	৫৮০	৪০	৬২০

প্রশিক্ষণ ছাড়াও উল্লেখিত থোক বরাদ্দ থেকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪ টি ভাইব্রেটরী রোড রোলার, ১৫ টি ৩-টনি ও ৩২ টি ১.৫- টনি গার্বেজ ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। 'পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি' সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূউপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি যৌথভাবে কাজ সমাপ্তির পর এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজচুক্তি সম্পাদনের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষেরই ভূমিকা নির্ধারিত করা আছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় ৫৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করেছে। এই সফলতার ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এবং "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ দুটি প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে আরও ৪৮৫টি নূতন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে এবং ১ম ও ২য় পর্যায়ের ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে। এর ফলে আরও অতিরিক্ত প্রায় ৩,৫০,০০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায়

আইডব্লিউআরএম এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১২-১৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫০	৫৫,৭০০.০০	৫০	৭,১৪০.০০	১০০%
২.	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৪৪০	৭৯,১০৬.০০	৪৭	৩,৯০০.০০	১০০%
৩.	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১০	১৩,৪৮৬.০০	৪	৩,২৯০.০০	১০০%
৪.	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	১৬১	৭০০.০০	১৬১	৭০০.০০	১০০%

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর 'ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)' শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এ প্রেরণ করা হয়।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন ঃ

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধার জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করণে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) যৌথভাবে দেশের প্রতিটি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণে জেলা পানি সম্পদ সমীক্ষায় উল্লেখিত সম্ভাব্য উপ-প্রকল্প তালিকা সহায়ক হবে। আইডব্লিউআরএম ইউনিট-এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ পরবর্তী পাতায় প্রদান করা হয়েছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উপপ্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সম্পর্কিত তথ্যাদি

কার্যক্রম	প্রকল্পের নাম	
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদসেক্টর প্রকল্প।
প্রস্তাব গ্রহণ (সংখ্যা)	১০৭	১০২
প্রস্তাব বাছাই (সংখ্যা)	৬৯	৯৬
প্রাক নিরীক্ষা (সংখ্যা) (Reconnaissance)	৭২	৯৪
অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (সংখ্যা) (PRA)	১০৮	১০০
সম্ভাব্যতা যাচাই (সংখ্যা) (Feasibility Study)	৬৮	৫৮
কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (সংখ্যা) (Detailed Design)	৬৮	৪৪

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা)'র আর্থিক সহযোগিতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ২০০৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলবে যার মধ্যে আনুমানিক ২৫০টি উপ-প্রকল্প (সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা) বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প ব্যয় ৫৫৭ কোটি টাকা। উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসনে নিষ্কাশন এবং পানি সংরক্ষণ বা ভূপরিস্থ পানি সেচ এলাকা উন্নয়নে খাল পুনঃখনন এবং বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটর, পানি সংরক্ষণ কাঠামো ও সেচ নালা ইত্যাদি পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উপকৃত এলাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর। লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হলে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে। এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টন ফসল ও ১০ হাজার টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য ডিসেম্বর ২০১২ সালে সমাপ্ত ২৭টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন অনুযায়ী ১৪ হাজার ৪ শত ৩৪ হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হওয়ায় অতিরিক্ত ১৫ হাজার ২ শত ২১ টন ফসল উৎপাদন ও ১৮ টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে।

জুন ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকাধীন ১৫টি জেলার ১২৬ টি উপজেলা থেকে ৯৬১ টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত এই প্রস্তাব সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক উপ-প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত, উপজেলা প্রকৌশলী কতৃর্ক সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক সন্নিবেশিত তথ্যাবলী এবং উপজেলা পরিষদের সভায় প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের উপর আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী ভিত্তি করে ৮৩৯টির প্রাক বাছাই সম্পন্ন করে ৮০৪ টি মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত উপ-প্রকল্পে সমূহের ৫৫০টিতে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সমাপ্তির পর ৩৪২টি অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরএ)'র জন্য নির্বাচিত হয়। এগুলোর মধ্য থেকে ৩১৭টিতে পিআরএ সম্পন্ন হওয়ার পর ২৬৬টি সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য উপযোগী হিসেবে পাওয়া যায় সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ১৮৮ টি উপ-প্রকল্প উত্তীর্ণ হওযার পর ১৬৫ টির সার্বিক ডিজাইন সমাপ্তির পর ১৩৬ টি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত উপ-প্রকল্পের ১৩২ টি নির্মাণ শুরু হয়ে এবং ৩৪ টিতে সমাপ্ত হয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত সার্বিক খরচের পরিমাণ প্রকল্প বাবদ বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা কর্তৃক মোট বরাদ্দের যথাক্রমে ৪৩.৬% ও ৪৪.৫%। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার কতৃক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫৫ কোটি টাকা এবং জাইকার বরাদ্দ হল ৫৩১ কোটি ৩০ লক্ষ ইয়েন।

উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতি'র সদস্যদের দক্ষতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১ হাজার ১ শত ৯১ টি কোর্সে ৮৬ হাজার প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ধরণ, এলাকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বাছাইয়ের পর ২০টির বেজলাইন সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উপ প্রকল্পসমূহে নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	পরিমাণ	ব্যয় (টাকায়)
১।	বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন	১২৯.৭০ কি:মি:	১২,৮৯,২৩,৪৭৭.০০
২।	পানি সম্পদ কাঠামো	৩৭৮ টি	১,৪৬,৭৬,৭৩,৩৪৪.০০
৩।	খাল পুনঃখনন	৬৮৩.৪ কি:মি:	৬০,০৩,১৪,৫৮৭.০০

সালনার খাল উপ-প্রকল্প, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

রাইয়াপুর বড় খাল ডব্লিউএমসিএ অফিস, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

সাগুলি বিল বাঁধ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

গোপিনাথপুর খাল, নগরকান্দা, ফরিদপুর

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও 'ইফাদ'-এর অর্থায়নে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ উদ্যোগে সহায়তা করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০- জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।

২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটি কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩১টি নতুন উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকী ২৯টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ২৯টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৯টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকী ২০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ৩৭৫টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ৬,৩৯৫ জন নারী ও ১১,৯৮০ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে। পাবসস সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত ৮০৫টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ২১,০৭৫ জন পুরুষ ও ১১,৬৪৪ জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলে ৬৩,১৬৫ প্রশিক্ষণ দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রেরিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ১০৮টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের 'পিআরএ' এবং ৪৪টি উপ-প্রকল্পের 'এফএসডিডি' সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য ১১১টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলে কাজ করে চলেছে।

৩১-০৩-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের রিসেটমেন্ট বিষয়ক অবহিতকরণ কোর্সে বক্তব্য দান করেছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শহিদুল হক

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পূর্ব সরাইল মাদাই খাল উপ-প্রকল্পের রেগুলেটর।

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এডিবি'র অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেঃ

'এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকে (এডিবি) ২০১২ সালের অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য অংশগ্রহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পকে নির্বাচিত করেছে। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তন্মধ্যে তিনটি সফল প্রকল্প এ বৎসর অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎকর্ষতা, ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনে স্বচ্ছতা, সময়ানুগ ও কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি সূচকগুলো বিচার করে উক্ত প্রকল্পটিকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান অংশগ্রহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের পক্ষে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ তেরেসা খো'র কাছ থেকে অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড এর ট্রফি গ্রহণ করেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান,এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ তেরেসা খো'র কাছ থেকে অ্যানুয়াল পারফর্মেন্স রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড এর ট্রফি গ্রহণ করছেন।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প ঃ

শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজে পানির ঘাটতি তথা তীব্র সংকট মিটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশে লাগসই ও স্বল্প ব্যয়ের পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হিসাবে এলজিইডি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় বাঁকখালী নদী এবং রামু উপজেলার ঈদগাঁও খালে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাইলট প্রকল্প ২টির সাফল্যের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৯৯৮ সালে শেরপুর জেলায় ৩য় পাইলট প্রকল্প হিসাবে ভোগাই নদীর উপর রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। এই ৩টি পাইলট প্রকল্প থেকে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্যতার ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করায় এলজিইডি কর্তৃক পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৮ মেয়াদে ৯টি জেলায় ১১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়।

রাবার ড্যাম জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় প্রকল্প হিসাবে নন্দিত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক আরও ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণে জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" অনুমোদিত হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ১০টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ১২টি রেগুলেটর নির্মাণ কর্মসূচির মধ্যে ইতিমধ্যে ৪টি রাবার ড্যাম এবং ৬টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমাপ্ত রাবার ড্যাম গুলি যথাক্রমে চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী এবং বান্দরবান জেলার শীলক খাল রাবার ড্যাম। চলমান প্রকল্পের আওতায় আরও রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য জনগণ তথা জনপ্রতিনিধির চাহিদা থাকায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এলজিইডি কর্তৃক শেরপুর, লালমনিরহাট ও সুনামগঞ্জ জেলাতে আরও ৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি ২৮ আগস্ট ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, দিনাজপুর জেলার মোহনপুর ব্রীজের নিকট আত্রাই নদী রাবার ড্যামের অবশিষ্ট চলমান কাজ সহ নতুন ভাবে শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী এবং দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী রাবার ড্যামের কার্যক্রম গৃহীত হয়। উপরোক্ত চলমান ৮টি রাবার ড্যামের মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী এবং ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয় এবং ৫টির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক গতিতে চলছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি বিগত ৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন ধরলা নদীর উপর ১৩০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। রাবার ড্যামটি নির্মাণে ১,৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে পাটগ্রাম উপজেলার ৪টি গ্রামের প্রায় ৮০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে। এর ফলে প্রতি বছর শুকনা মৌসুমে কম খরচে ধান, ভুট্টা তামাক চাষের উৎপাদন প্রায় ৮০% বৃদ্ধি পাবে। ৫,৩০০ কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিবারের ১২,৫০০ জন লোক উপকৃত হবে এবং ২৩,০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এছাড়া, উপ-প্রকল্প এলাকায় রবি, বোরো এবং টি-আমনে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ঃ

"ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম পর্যায়) এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এলজিইডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় 'পাবসস'-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদেরকে অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ খাতে আইডব্লিউআরএম ইউনিটে ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে 'পাবসস'-এর মাধ্যমে মোট ৪০৯২.৫৯ লক্ষ টাকার চাহিদা পাওয়া যায়। যার বিপরীতে প্রাপ্ত ৭০০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। নিচের সারনিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে:-

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উপ-প্রকেল্পর বিবরণ

সর্বমোট			২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের তথ্যাদি				
জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে প্রকৃত চাহিদা(লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৬১	৫৮০	৪০৯২.৫৯	৪৩	৯৮	১৬১	৭০০	রক্ষণাবেক্ষণকৃত ১৬১ টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪ টি রাবারড্যাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৪,০৯২.৫৯ লক্ষ টাকা চাহিদার বিপরীতে এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ৭০০ লক্ষ টাকা। আগামী এক বছরে এলজিইডি'র চলমান ২টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্পের আওতায় ৭০টি উপ-প্রকল্প সমাপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে এলজিইডির আওতায় সমাপ্তকৃত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের মোট সংখ্যা হবে ৬৫০টি।

জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ

এলজিইডি'র আওতায় জাইকা'র সহায়তায় "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৫,৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে 'জাইকা' থেকে অনুদান হিসাবে ৫,০৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি খাত হইতে সিডি ভ্যাট হিসাবে ৩১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ওহ-শরহফ হিসেবে ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪ জন দীর্ঘমেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক বিভিন্ন মেয়াদে এবং প্রয়োজন মোতাবেক স্বল্প মেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক ও স্থানীয় পরামর্শক কাজ করছে। তাছাড়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে কারিগরী দিক দিয়ে শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

শুরু থেকেই এলজিইডি প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর এলজিইডি-তে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এলজিইডি কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়র/চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর/প্রতিনিধি, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, প্রকল্প/উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (LCS) এবং ঠিকাদারগণকে প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সদর দপ্তর প্রশিক্ষণ ইউনিট ও ১৪ টি অঞ্চলে অবস্থিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (Regional Training Centre, RTC) এসব প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হচ্ছে। বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়েও বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Engineering Staff College of Bangladesh (ESCB), Cooperative Zonal Institute (CZI), Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI), Agriculture Training Institute (ATI), বিভিন্ন NGO ইত্যাদির মাধ্যমেও সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৮৫৫৪.৭৬ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার দ্বারা সর্বমোট ১৮৮,৭১০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং ১০৪৩৮১৭ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। এর মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৪.২১ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৭২২২ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে এবং মোট ২০২৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে ১৯ টি উন্নয়ন প্রকল্পে ৮৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১,৮৬,২৮৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি/বিভিন্ন উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ১০,৩৬,৫৯৫ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়।

রাজস্ব বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৮০ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূলতঃ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ১,৯৯১ জন পুরুষ ও ৩৩ জন মহিলা প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১২৮৯ জন কর্মকর্তা ও ৭৩৫ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। রাজস্ব বাজেটের উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্সগুলি হচ্ছে ACR Writing incl. Office Management, Training of Trainers' TOT, Public Procurement Regulations (PPR), Quality Control (Soil, Aggregates) QCT-1, Quality Control (Bitumen, Cement, Concrete), QCT-2, Bridge Planning and Construction Management (BPCM), Inspection and reporting, Bridge Construction Management, On-the job Training (Road Works), Concrete Technology and Building Works, Supervision of Infrastructure Construction, Flexible Pavement Construction ইত্যাদি।

উন্নয়ন বাজেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৯ টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিচে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Char Development and Settlement Project, Phase-IV (CDSP-IV),
2. City Region Development Project (CRDP),
3. Emergency 2007 Cyclone Rehabilitation & Restoration Project (ECRRP),
4. Enhancing Resilience to Disaster and Effect of Climate Change Project,
5. Greater Rajshahi Division Integrated Rural Development Project (GRDIRDP),
6. Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP),
7. Market Infrastructure Development Project in Char Land Region (MIDPCR),
8. Participatory Small Scale Water Resource Sector Project (PSSWRSP),
9. Rural Employment and Road Maintenance Programme (RERMP),
10. Rural Infrastructure Improvement Project (RIIP-2),
11. Rural Market Access Infrastructure Development Project (RRMAIDP),
12. Rural Transport Infrastructure Project (RTIP-2),
13. Rubber Dam Construction Project,
14. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP),
15. South Western Bangladesh Rural Development Project (SWBRDP),
16. Small Scale Water Resource Development Project (SSWRDP-JICA),
17. Sunamgonj Community Based Resource Management Project (SCBRMP),
18. Urban Governance and Infrastructure Improvement Project, (UGIIP-2),
19. Urban Partnerships for Poverty Reduction Project (UPPRP)

২০১২-১৩ অর্থ বছরে এলজিইডি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণের বিভিন্ন তথ্যাদি নিচে প্রদত্ত সারণিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	*পুরুষ*	*মহিলা*	*মোট সংখ্যা*	*অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস*
রাজস্ব বাজেট				
এলজিইডি'র কর্মকর্তা	১২৫৭	৩২	১২৮৯	৪০০৩
এলজিইডি'র কর্মচারী	৭৩৪	১	৭৩৫	৩২১৯
মোট	১৯৯১	৩৩	২০২৪	৭২২২
উন্নয়ন বাজেট				
এলজিইডি/প্রকল্প'র কর্মকর্তা	৬১৫৯	৫৬৬	৬৭২৫	১৪৫৮৭
এলজিইডি/প্রকল্প'র কর্মচারী	২৩৬৩	৪৭৪	২৮৩৭	১০৭৩৫
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১২১৮৬	৭৭৩৫	১৯৯২১	৩১৫৮৭
উপকারভোগী	৯০০৪৮	৪৬৪১৪	১৩৬৪৬২	৬৬০১২৩
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল	৭১৩০	১৩২১২	২০৩৪২	৩১৯৫৬৩
মোট	১১৭,৮৮৬	৬৮,৪০১	১৮৬,২৮৭	১,০৩৬,৫৯৫
সর্বমোট	১১৯,৮৭৭	৬৮,৮৩৩	১৮৮,৭১০	১,০৪৩,৮১৭

এলজিইডি'র প্রশিক্ষণে শ্রেণী ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য

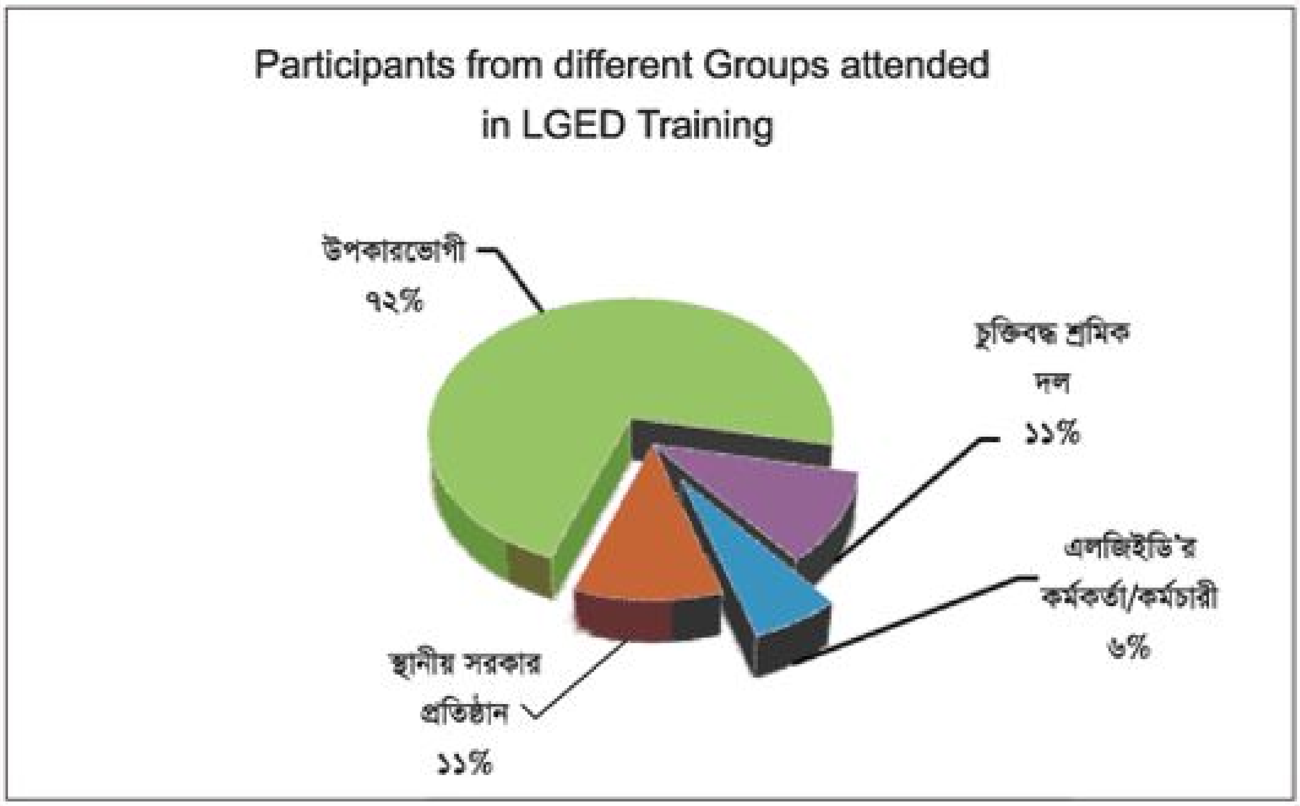

এলজিইডি প্রশিক্ষণে শ্রেণী ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য

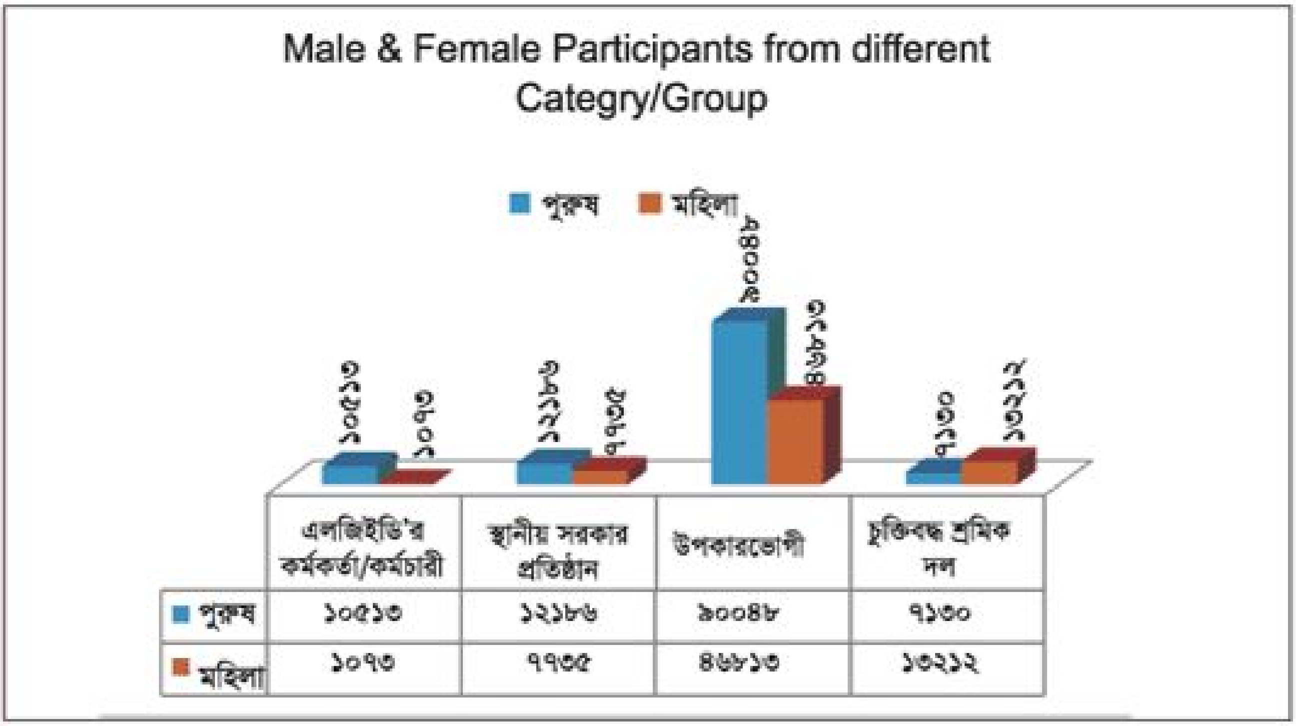

বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৭৩ জন কর্মকর্তা বিদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে ২৫ জন কর্মকর্তা বিদেশে স্বল্পকালীন কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিবরণ নীচের সারনিতে দেখানো হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত এলজিইডি'র বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of foreign training/ seminar/study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Gender & Development	16-06-2013 to 25-06-2013	Thailand	RRMAIDP	7
2	Overseas Training on Construction Equipment	17-06-2013 to 26-06-2013	Italy	RRMAIDP	2
3	Counterpart Training	01-06-2013 to 15-06-2013	Japan	JICA	1
4	Public Procurement Management	19-05-2013 to 01-06-2013	Thailand & Indonesia	RIIP-II	8
5	Public Procurement Management	05-05-2013 to 18-06-2013	Thailand & Indonesia	RIIP-II	7

5	Public Procurement Management	05-05-2013 to 18-06-2013	Thailand & Indonesia	RIIP-II	7
6	Training on "Agricultural Infrastructure Improvement in Upland Crop Farming Area for Rural Development	14-05-2013 to 03-08-2013	Japan	JICA	1
7	Design of Rubber Dam for flood Protection Training & Irrigation (Pre-Shipment Inspection)	25-04-2013 to 01-05-2013	China	IWHR, China	2
8	Training on Korea-WFP Food-for-New Village (FFNV) Action Plan Formulation for Bangladesh and Tanzania	07-04-2013 to 16-04-2013	Korea	KOICA	1
9	Pre Shipment Inspection Assurance Test of Hot Rolled Steel Sheet Pile	11-03-2013 to 20-03-2013	Japan	Supplier	2
10	Design of Rubber Dam for flood Protection Training & Irrigation (Pre-Shipment Inspection)	03-03-2013 to 09-03-2013	China	IWHR, China	2
11	ICGP Training	04-02-2013 to 08-02-2013	Japan	JICA	1
12	Training on "Geo Informatics of Rural Development Project"	07-01-2013 to 31-03-2013	Hyderabad, India	ITEC, India	3
13	Facility Maintenance on water supply & water Management on Irrigation and Drainage	06-01-2013 to 06-02-2013	Japan	JICA	2
14	Training on "Information and Communication Technology for Rural Development"	03-12-2012 to 30-12-2012	Hyderabad, India	ITEC, India	3
15	Integrated Sustainable Coastal Development	03-12-2012 to 14-12-2012	Sweden	SIDA	1
16	Training on Technical Information Exchanging Program (TIEP)	12-11-2012 to 22-11-2012	Vietnam	JICA	5
17	Training on "Maintenance and Management System for Rural Infrastructure"	30-10-2012 to 12-11-2012	Philippines and Indonesia	SSWRDP (JICA)	8
18	Integrated Agriculture & Rural Development through the Participant of Local Farmers	21-10-2012 to 01-12-2012	Japan	JICA	2
19	Operation & Maintenance of Small Scale Water Resources	13-10-2012 to 25-10-2012	Japan	SSWRDP (JICA)	2
20	Operation & Maintenance of Small Scale Water Resource	29-09-2012 to 11-10-2012	Japan	SSWRDP (JICA)	7
21	Water Supply, Sanitation & Hygiene (WASH) in School (Wins)	23-09-2012 to 29-10-2012	Nepal	UNICEF	1
22	Counterpart Training on Small Scale water Recourse Development Project	26-08-2012 to 05-09-2012	Japan	SSWRDP (JICA)	2
23	Integrated Sustainable Coastal Development	20-08-2012 to 07-09-2012	Sweden	SIDA	1
24	Training on Vehicle Operation & Maintenance	16-08-2012 to 23-08-2012	Thailand	SRIIP	2
				মোট	73

Information of Foreign Seminar/Study Tour/Workshop

SL	Name of foreign training/ seminar/study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Workshop for Sub-Regional Peer Exchange	03-06-2013 to 07-06-2013	Nepal	ADB	2
2	The Network of Asian River Basin Organization (NARBO 5th AGM)	15-05-2013 to 18-05-2013	Thailand	NARBO	1
3	Study Tour at MYRADA	17-04-2013 to 24-04-2013	India	GRDIRDP	6
4	Workshop on "Climate Change, Hunger and Nutrition Conference"	13-04-2013 to 16-04-2013	Ireland	KOICA	1
5	Workshop on City Cluster Economic Development	20-03-2013 to 22-03-2013	Sri Lanka	ADB	1
6	Seminar on Future City Initiative	11-02-2013 to 20-02-2013	Japan	JICA	1
7	Seminar cum Study visit on Participatory Irrigation Management System	18-11-2012 to 29-11-2012	Thailand	PSSWRSP	10
8	Sixth Session of the World Urban Forum	01-09-2012 to 06-09-2012	Italy	UPPPR	3
9	USI Matchmaking Conference 2012	17-07-2012 to 20-07-2012	Sri Lanka	UPPRP	1
				মোট	**26**

জাতীয় কর্মশালা/সেমিনার

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বা নতুন নতুন প্রযুক্তির উপর জ্ঞান/ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'তে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও এলজিইডি জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এরূপ কর্মশালা/সেমিনারের বিবরণ নীচে দেয়া হলো-

জাতীয় কর্মশালা/ সেমিনার

S.L	Description of seminar/workshop	Dates
1.	Project Closing Ceremony of Market Infrastructure Development Project in Charland Regions (MIDPCR) including Best Market Award giving Ceremony.	30 June/2013
2.	Draft Study Report of Second Rural Infrastructure Improvement Project (RIIP-2) for Impact assessment	16 June/2013
3.	Kick off meeting on Municipal Goverance and Support Projects	17 June/2013
4.	Workshop on support to LGED in institutionalizing Women's benefits from Rural Infrastructure Initiatives	6 May/2013
5.	Orientation Workshop on Sustainable Rural Infrastructure Imrovement Project (SRIIP)	24 February/2013
6.	Launching Workshop Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-2)	2-3 December/2012
7.	Half yearly LGED Review Meeing	13-14 October/2012
8.	Half yearly LGED Review Meeing	29-20 April/2013
9.	Observance of International Women Day (IWD)	12 January/2013

HILIP প্রকল্প আয়োজিত Open Water Fisheries Management কোর্সে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ।

জেন্ডার ও উন্নয়ন এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করছেন ।

e-Government Procurement প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ) জনাব মোঃ মহসীন ও নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) দেখা যাচ্ছে ।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ) জনাব মোঃ মহসীন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন ।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations 2003 সরকার কর্তৃক জারি হওয়ার পর বিগত জানুয়ারি ২০০৪ মাসে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন মনিটরিংসহ ক্রয় কার্যক্রমে সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে বিভিন্ন ধরণের কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগিতা, অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারেও এই ইউনিট কাজ করছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এই ইউনিট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১) ৩১টি প্রকল্প ও ৬২ টি জেলার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২) ঠিকাদারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের ৩ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৩) Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সংস্কার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।

৪) CPTU কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২" এর আওতায় Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM)-এ ৩ সপ্তাহ ব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স অক্টোবর, ২০০৮ হতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮৭৬ জন কর্মকর্তকে মোট ১০৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ১০৭টি ব্যাচে মোট ৮৭১ জন প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এইরূপ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৌশলীর সংখ্যা ১৫টি ব্যাচে ১১৪ জন।

৫) CPTU কর্তৃক আয়োজিত Public Private Partnership (PPP) শীর্ষক প্রশিক্ষণে এলজিইডির সদর দপ্তর, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর (DPD, XEN, Sr. AE) মোট ৮৬ জন কর্মকর্তাকে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি'র ১১৬ জন কর্মকর্তাকে e-GP System এর উপর CPTU কর্তৃক ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী থেকে প্রকল্প পরিচালক পদের ৭৫০ জন কর্মকর্তাকে সদর দপ্তরে ই-জিপি সফটওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা হাতে কলমে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭) e-Tendering-এর মাধ্যমে উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫৩টি জেলায় কমপক্ষে প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ১০৯টি দরপত্র আহবান করা হয় এবং সফলভাবে ৫৮টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া অবশিষ্ট ১১টি জেলায় e-Tendering কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮) e-GP I PROMIS Software এর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ৭ (সাত) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে সদর দপ্তরে এই অর্থ বছরে e-GP/PROMIS Cell গঠন করা হয়েছে।

৯) পর্যায়ক্রমে এলজিইডি'র সকল দরপত্র কার্যক্রম e-GP System এ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসর হতে এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে e-Tendering এর মাধ্যমে দরপত্র আহবানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসাবে ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ই-জিপি পদ্ধতিতে আহবানকৃত দরপত্র খোলা ও মূল্যায়নের জন্য TOC ও TEC গঠনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

১০) e-GP বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রতি উপজেলায় ৫ জন (১জন PE Admin এবং ৪ জন Govt. Users) হিসাবে সর্বমোট ২,৪২৫ টি e-mail ID প্রস্তুত করা হয়েছে।

১১) সকল উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়কে e-GP System-এ ক্রয়কারী দপ্তর (PE Office) হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি অফিসের জন্য একজন PE Admin নির্বাচন করা হয়েছে।

১২) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং পরীবীক্ষণে অন্যান্য কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকিউরমেন্ট ফোকাল পার্সন হিসেবে ১০ জন প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে মনোনীত করা হয়েছে।

১৩) ৬২ জেলায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় তালিকাভূক্তির জন্য মোট ৩,৪০৯ জন ব্যক্তিকে তালিকাভূক্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

১৪) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের দরপত্র কার্যক্রম ও চুক্তি বাস্তবায়নের তথ্য Online PROMIS Software এ অন্তর্ভূক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বৎসরে মোট ৪৮৫টি দরপত্রের চুক্তি বাস্তবায়নের তথ্য PROMIS-এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৫) সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রতিপালন এবং আউট কাম সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সিপিটিইউ কর্তৃক পরামর্শ ফার্ম "SRG Bangladesh Limited" কে প্রান্তিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৬) এই ইউনিট স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে সময় সময় পরামর্শ ও মত প্রদান করেছে। অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে এই অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে মনোনয়ন দিয়ে অন্যদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহ হলো ঃ

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি

২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১৪টি

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজের নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

মান নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ কোর্সে DCP টেষ্ট দেখানো হচ্ছে।

Laboratory তে Un-confined Compression পরীক্ষা করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সুযোগ নেই এমন অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ ঃ

1. Marshall Mixed Design.
2. Stability Determination of Bituminous Sample.
3. Extraction of Bitumen.
4. Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
5. Unconfined Compression Test of Soil.
6. Consolidation test of Soil.
7. Direct Shear Test of Soil.
8. Cone Penetration Test (CPT).
9. Calibration of Load Devices.

তাছাড়াও বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থা রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত হতে ৯১.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে।

1. Marsh Funnel
2. Cylinder Mold
3. Bitumen Extractor
4. CTM Machine
5. SPT Accessories
6. Electronic Balance
7. Testing Materials
8. Dial Thermometer

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

• এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলী ও ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ানগণকে মান নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ Quality Control Unit প্রদান করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে ৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১২২ জন প্রকৌশলী/ টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

- On The Job Training এর মাধ্যমে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৪২ জন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি প্রকৌশলীদেরকে মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে বাৎসরিক জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'এলজিইডি' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার কর্তৃক আদিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের বাইরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডি সকল শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল স্তরের সরাসরি অংশগ্রহণ (যেমনঃ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, স্কুল শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি) নিশ্চিত করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করে আসছে। এমডিজি অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। এছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়ন, ভর্তির হার শতভাগে উন্নীতকরণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুর হার বর্তমানে প্রায় শতভাগ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি ২১টি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ও ৬টি 'জিওবি' অর্থায়নে মোট ২৭টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ৩টি ও জিওবি অর্থায়নে ৪টি অর্থাৎ মোট ৭টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় ৪-তলা ও শহর এলাকায় ৬-তলা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার নবনির্মিত শুটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব এ্যাডঃ জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই ভবন, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে ডিপিই অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ কাজের সার্বিক মনিটরিং-এর জন্য সমঝোতা চুক্তি মোতাবেক একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর'র তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'তে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

তবে সার্বিক কাজ নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরী সেট-আপ এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ কাজের যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা এলজিইডি ও ডিপিই, জনপ্রতিনিধি ও মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কাজের মান নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য " উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রকল্প ওয়ারী বার্ষিক অগ্রগতির ছকঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রধান অংগ	ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয়	মোট স্কুল অবকাঠামো সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত	২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		বাস্তব অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
						মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	পুনঃনির্মাণ	১৩৯৬২৩.৫৫	৫১০০	৯৫০	১৯১৭৯.০০	১৮৯৬৭.৯৯	১০০%	জিওবি
২)	রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	পুনঃনির্মাণ	৯১৫৭০.০০	৩৬৯০	১০৪০	১১৮৫৪.৫০	১৭৯৩৫.৬২	১০০%	জিওবি
৩)	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ	৬৯০৩০.৯৬	১৫০০	৩৫২	১৮৭৯৫.০০	১৮৬২৩.০৮	১০০%	জিওবি
৪)	ঝালকাঠী, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	২৫৬২৩.০০	১২	-	৫০৬৭.৩৯	৫০১৭.৩৯	১০০%	জিওবি
৫)	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি		৬০৮৪০৯.১৮			১১১৭২০.৯৪	১১১৬৪২.০০	১০০%	এডিবি, আইডিএ, ডিএফআইডি, ইইউ, ইউএস-এইড, ইউনিসেফ, জাইকা, এসআইডিএ, সিআইডিএ
		পুনঃনির্মাণ		২৭০৯	৩৫৮				
		কক্ষ সম্প্রসারণ		৩১৬৮৫	৩৩১৪				
		বড় ধরণের মেরামত		১৮২৬০	১৫৬৫				
		উপজেলা শিক্ষা অফিস		৫০৩	১৩				
		জেলা শিক্ষা অফিস		৬৪	১				
		পিটিআই		৫৫	-				
৬)	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	১৬৯৩৩.০০	১৭০	-	৩৬.৫৮	৩৬.৫০	১০০%	আইডিবি
৭)	চায়না সহায়তায় ২টি মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	পুনঃনির্মাণ	১৫০০.০০	০২	০২	৬৭৮	৬৭৮	১০০%	চায়না

দক্ষিণ সিংগাইর জিপিএস, মানিকগঞ্জ (পুনঃনির্মাণ)

পেয়ারতলা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা (কক্ষ সম্প্রসারণ)

পূর্ব পাতাকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার, বরগুনা

লালমনিরহাট পিটিআই

দারিদ্র বিমোচন

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে ১২১২.১৬ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের দুঃস্থ ও গরীব মহিলা জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ টি মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও গরীব মহিলা ব্যবসায়ীদের পল্লী অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এলসিএস মহিলা কর্মী কর্তৃক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় শংকরপাশা-আমতলা সড়কে এলসিএস মহিলা কর্মী কর্তৃক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP) শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের সকল জেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ জন দুঃস্থ মহিলা (মঙ্গাপীড়িত জেলায় ৩০ জন) কর্মী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে ২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য (CFW) প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে অবদান রাখছে। উপরন্তু মহিলাদের দৈনিক ভাতা হতে ৪০% সঞ্চয় হিসেবে ব্যংকে একটি স্বতন্ত্র একাউন্টে জমা রাখা হচ্ছে। প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলা কর্মীগণ প্রকল্প শেষে উক্ত জমাকৃত অর্থ অর্থাৎ ৭৫,০০০/- টাকা পাবেন, যা তাদের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কিভাবে উৎপাদনশীল কর্ম পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক (IG) কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সড়কসমূহের স্থায়িত্বের স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয় পার্শ্বে প্রতি ইউনিয়নে ৫০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও পামওয়েল গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় ১৫,৪২,৮৮১ টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় আরইআরএমপি মহিলাদের সঞ্চয় হিসাবের চেক হস্তান্তর করছেন

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় আরইআরএমপি মহিলা কর্মীদের সঞ্চয়ের টাকার চেক বিতরণ করছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এমপি । উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় আরইআরএমপি মহিলাদের সঞ্চয় হিসাবের চেক হস্তান্তর করছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম, এমপি ।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় আরইআরএমপি মহিলা কর্মীদের সঞ্চয় হিসাবের চেক হস্তান্তর করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ।

মঙ্গাপীড়িত এলাকার (কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা) ৫টি জেলার সকল ইউনিয়নে প্রতিটিতে বিশেষ বিবেচনায় ৩০ জন করে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত সারাদেশে ৫১,২৫০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা কর্মী কাজ করেছেন। সারাদেশে প্রতি বছর ৯৮,০০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচল উপযোগী রাখা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে সকল মহিলা কর্মীকে আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সকল মহিলা কর্মীদের সঞ্চয়ের অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। মহিলা কর্মীগণ বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের অর্থ দ্বারা আত্ম নির্ভরশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত আছেন।

সরকার অনুরুপ কর্মসূচি RERMP-2 অনুমোদন করেছেন। এই নূতন কর্মসূচিতে ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ আত্মনির্ভরশীল হবে। RERMP-2 প্রকল্পটি জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৪ (চার) বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

সুনামগঞ্জ জেলায় IFAD-এর আর্থিক সহযোগিতায় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক জানুয়ারী ২০০৩ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং যা জুন ২০১৪ সালে শেষ হবে। প্রকল্পটির মুল লক্ষ্য সুনামগঞ্জ জেলার গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে পাঁচটি কার্যক্রম যথাঃ সঞ্চয়ী সংগঠন সৃষ্টি ও ঋণ প্রদান; শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন; কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে, যার প্রভাব ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার অভিষ্ঠ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান। দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

এ পর্যন্ত প্রকল্পটি ২৯৯৫ টি ঋণ সংগঠনের মাধ্যমে ৮৬,৭৩৭ টি পরিবারকে সঞ্চয়ী সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত করেছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬,৭৩৭ জন এবং এর মধ্যে ৬১,৫৪৩ জন (৭১%) সদস্যই মহিলা। বিভিন্ন মানবিক, সাংগঠনিক ও বিকল্প জীবিকা নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দক্ষ স্বনির্ভর জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সংগঠনগুলির সম্মিলিত সঞ্চয় ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় ও প্রকল্প ঋণ গ্রহন করে বিনিয়োগের পরিমান ৩৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। ইতোমধ্যে ২,৯১৪ টি সংগঠন প্রকল্প সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব উদ্যেগে পুঁজি গঠন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত সংগঠনকেই নিজ উদ্যোগে পরিচালনার পর্যায়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে যার একটি বড় অংশ কমিউনিটি নিজেরাই LCS এর মাধ্যমে নির্মাণ করে আর্থিক ভাবে সরাসরি লাভবান হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে, প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকল্পে ২৫৯৫ টি টিউবয়েল স্থাপন, পানির আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য ১,২৬১ টি সনোফিল্টার বিতরন, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার জন্য ৭৮,৮৪৮ টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং সামাজিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০ টি বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৯ টি গ্রাম প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরী করা হয়েছে যা ১৯ টি গ্রামের অধিবাসির আবাস সম্পর্কিত নিরাপত্তা প্রদানে ও জীবনের মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

হাওরের ঢেউ/ বন্যা থেকে গ্রামের বাড়ীঘর রক্ষা করার জন্য কংক্রিট ব্লক দ্বারা নির্মিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ মাননীয় সংসদ সদস্য পরিদর্শন করছেন, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

হাওরের ঢেউ/ বন্যা থেকে গ্রামের বাড়ীঘর রক্ষা করার জন্য ইট দ্বারা নির্মিত গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

'ইফাদ' প্রেসিডেন্ট সমভিব্যাহারে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী সুনামগঞ্জ সদরে কংক্রিট ব্লক দ্বারা নির্মিত গ্রাম সংযোগ সড়ক পরিদর্শন করছেন।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এই প্রকল্প ৩০০টি বিলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২৩৫ টি বিল (৪,৯৪৪.৬৩ একর) দরিদ্র মৎস্য জীবিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করেছে যা সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ ব্যবস্থাপনার সুফল লক্ষ্যণীয় এবং প্রায় প্রতিটি বিলে মৎস্য উৎপাদন ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইজারা মূল্য হিসাবে এ যাবৎ সরকারের কোষাগারে ২,৭৬,৩৯,৮৯১ টাকা জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে একজন মৎস্যজীবি বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৪১৯ বাংলা সালে ২৩২ টি বিইউজি'র ৬৮৬৩ জন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১,৭৪,১৩,৯০৯ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ ও ৭৯,৫৫১৬২ টাকা মুজুরী হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। মাছের আবাসভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৯০ টি বিল পূনঃখনন, ৬৩ কিলোমিটার বিল-সংযোগ খাল তৈরী, ৫৮টি অভয়াশ্রম স্থাপন, ৭১টি বিলে ২৬৪১৭০টি জলজ বৃক্ষরোপণ এবং ১১৫টি বিলের সীমানা চিহ্নিত পিলার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বার্ষিক নিবিড় পরীবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিলের লভ্যাংশে বিতরন অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জ-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন ও এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লভ্যাংশে বিতরন অনুষ্ঠান- তেডালা হুতলিয়া চাতল বিল, দক্ষিন সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে BRRI, DAE, BARI, DLS সহায়তায় সম্ভাবনাময় ফসলের প্রচলনের জন্য কৃষকের অংশগ্রহনমূলক মাঠ গবেষণা, গবেষণালব্ধ ফসলের সম্পসারণের জন্য প্রদর্শনী ও বীজ সহায়তা কর্মসূচি, পতিত ও এক ফসলি জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সেচ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ৬ টি বারিড পাইপ স্থাপন এবং প্রানিসম্পদের উন্নয়নে উন্নত জাত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য ৪টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, ২০টি উন্নত ষাড় সরবরাহ, পারিবারিকভাবে ভেড়ার খামার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬৮ জন অতিদরিদ্র মহিলার মধ্যে ২০৪টি ভেড়া বিতরণ, ১,৭৬৪টি সোনালী মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২১৪ জনকে প্রশিক্ষণ ও কিটবক্স প্রদান করে ভ্যাকসিনেটর হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে যারা এ পর্যন্ত ১,০৮৬টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ২,৮৩,৭২৮টি পশুর টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ সেবন নিশ্চিত করেছে। বসতবাড়ীতে স্থাপনযোগ্য ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ৮টি মিনি হ্যাচারীর মতো লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যা গ্রামের কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলাদের বিকল্প আয় ও জীবনমান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

হাওর অঞ্চলে সেচ সুবিধা না থাকায় আগে যেখানে এক-ফসল জন্মাত, বারিড পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায়-এখন সেখানে দু-ফসল জন্মায়, সুনামগঞ্জ সদর ও তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।

কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলাচ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলকে অধিক হারে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় LCS নিয়োগ করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনসহ গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। তন্মধ্যে DANIDA এর আর্থিক সহায়তায় "কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। এ প্রকল্পে LCS এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পে পুরুষদের পাশাপাশি LCS মহিলা সদস্যরাও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছেন।

প্রকল্প চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কর্ম পরিধির মধ্যে রয়েছে ঃ

- মাটির রাস্তা নির্মাণ
- পাইপ কাষ্টিং
- পাইপ কালভার্ট/ইউ-ড্রেইন নির্মাণ
- খাল পুনঃখনন
- বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম
- এইচবিবি ও কার্পেটিং রোডের সংস্কার কাজ

LCS এর মাধ্যমে পূর্ত কাজ

২০১২-১৩ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, ৬,৫৩২ শ্রমিক/দিনমজুর কাজে অংশ গ্রহণ করে সর্বমোট ২,৯৪,৮৮৪ কর্ম দিবস কাজ করেছে। বর্ণিত কর্মদিবসের শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা শ্রমিক দ্বারা সংগঠিত। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় অনেক এলসিএস নির্মাণ ঠিকাদারদের সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে Sub-contractor হিসেবে কাজ করে। কাজ শুরু করার পূর্বে কাজের সার্বিক ধারণা প্রদান ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬,৫৩২ জন এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা হলেন যথাক্রমে ১২৫ জন এবং ৬,৪০৭ জন।

LCS মহিলা সদস্যদের আয়কে স্থায়ী আয়ে পরিণত করে পারিবারিক দারিদ্রতা নিরসনে মহিলাদের পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,৬৫৯ জন মহিলা এলসিএস সদস্যকে আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং পরে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে RFLDC (Regional Fisheries and Livestock Development Component) তে স্থানান্তর করা হয়। প্রকল্পের শর্তানুযায়ী RFLDC এই সব সদস্যগণকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের উপর হাতে কলমে শিক্ষা দেবে।

এছাড়া, ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকল্প এলাকার ৩,০৮০ জন LCS মহিলাদের সচেতনতা, জ্ঞান, নারীর মানবিক অধিকার, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১০টি উপজেলার ১৬৪টি কেন্দ্রে চার মাসব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা (Functional literacy) কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রতি কেন্দ্রে ২০-৩০ জন সদস্যের অংশগ্রহণে প্রতিদিন ২ ঘন্টা লেখাপড়া শেখানো হয়। ১৬৪ জন গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলা শিক্ষকের ভূমিকায় কাজ করেছেন। এই প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সমাজ ও পরিবেশ, সঞ্চয় ও ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৭৮টি পাঠ দান করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৫,০০৭ জন মহিলা ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

LCS এর মাধ্যমে খাল পুনঃখনন কর্মসূচি

LCS সদস্যদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়নচ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

"চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো এবং বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং স্থানীয় বাজারের ব্যবস্থাপনার সাথে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের সংযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা দিচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের হাট-বাজার, রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে ২,৫৭০ (দুই হাজার পাঁচশত সত্তর) জন মহিলার স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাজার উন্নয়নে সৃষ্ট কর্মদিবস, প্রদানকৃত মজুরী এবং উপকারভোগী হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহনের তথ্যাদি

কার্যক্রম	পরিমাণ	মহিলা অংশগ্রহণ (সংখ্যা)	সৃষ্ট কর্মদিবস (সংখ্যা)	প্রদত্ত মজুরী (লক্ষ টাকা)
বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৬টি	১,৯৭০	১,৪৮,৭৯৬	১৫৭.৩০
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি) আরসিসি ও বক রোড	৫২ কিঃমিঃ	৬০০	৯৬,২৫০	১০১.৫০

গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ছাড়াও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল এইচবিবি রাস্তা, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছে। এই মহিলা শ্রমিকগণ কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন ১৫০.০০ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে পাচ্ছেন। এছাড়াও প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ের উপর ১০% হারে লভ্যাংশের প্রাপ্য অংশ তাদের মাঝে বন্টণ করা হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যগণ জমি ক্রয়, বসতবাড়ী উন্নয়ন, গাভী পালন অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় মুনাফার টাকা বিনিযোগ করছেন। এরূপ বিনিয়োগের মাধ্যমে এলসিএস সদস্যগণ স্বাবলম্বী হওয়ার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বাজার অবকাঠামো ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে ১০% হারে অর্জিত লভাংশের অর্থ বন্টন।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মহিলা অংশগ্রহণ (সংখ্যা)	মুনাফা বন্টন (লক্ষ টাকা)
১	বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯৮৭.১২	১৯৭০	১৪৮.৫০
২	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	১০৪৮.৬৭	৬০০	৪২.৫০

মহিলা শ্রমিকগণের মাঝে লভ্যাংশের অর্থ বন্টনের দৃশ্য

মহিলা শ্রমিকগণের মাধ্যমে ব্লক রোড নির্মাণ

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলকে এনজিও'র নিকট হস্তান্তর

বাজার অবকাঠামো নির্মাণে অংশগ্রহণকৃত শ্রমিকদলকে বাজার উন্নয়নের সফল সমাপ্তির পর প্রকল্পের সহযোগী এনজিওদের (পদক্ষেপ ও প্রিজম) নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় প্রিজম ও পদক্ষেপ এর ট্রেনিং একাডেমীতে মোট ৩৮টি ব্যাচে ১০৩০ জন মহিলা শ্রমিকদেরকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে শ্রমিকদলকে উক্ত সহযোগী এনজিওদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

এনজিও সদস্য হিসাবে নিয়মিত সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প থেকে ৫টি জেলায় মোট ১৬৫ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ক্ষুদ্র-ঋণ হিসাবে এলসিএস সদস্যদেরকে ২২.৮৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ ৬.২৬ লক্ষ টাকা।

এলসিএস মহিলা সদস্য দ্বারা বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং রাস্তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হাতে নেয়ার মাধ্যমে কর্মী হিসাবে দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৫টি জেলায় ৪০৮ জন মহিলা এলসিএস ১৬৫ কিঃমিঃ রাস্তায় ১৩৪৬০৮টি বৃক্ষের চারা রোপণ করেছে। এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯১.৭৭ লক্ষ টাকা।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্প

দুর্যোগসহন ও জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে দুঃস্থ মহিলা ও পুরুষের পরিকল্পনায় কমিউনিটি সম্পদ নির্মিত হয়, যা প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাবের বিপরীতে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রকল্পটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ৭০ শতাংশেরও বেশী মহিলা, 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টাকা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন দুই বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তারা শুষ্ক মৌসুমে কমিউনিটি সম্পদ তৈরী করে এবং বর্ষাকালে ট্রেনিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

প্রকল্পের তৃতীয় বছরে প্রকল্পভুক্ত দুঃস্থ পরিবারগুলি থেকে মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং বিনিয়োগের জন্য অনুদান এবং মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। মাসিক ভাতা তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দীর্ঘ মেয়াদে পুষ্টি বৃদ্ধি করে।

উচ্চ দারিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবনতা বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর ভূমিক্ষয়প্রবন এলাকা ও দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকার ১২টি জেলার ৪২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১২ মাসে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০৩৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের মজুরীর নগদ অংশ, আত্ম কর্মসংস্থান অনুদান ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য মোট ৫২৯.৪০ কোটি টাকা প্রদান করবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি দুঃস্থ মহিলাকর্মীদের মজুরীর খাদ্য অংশের জন্য ১৩৪,০০০ মেঃটঃ গম/চাল, ৮০০০ মেট্রিক ডাল ও ৪০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল প্রদান করবে, যার মূল্য ধরা হয়েছে ৫০৮.৬০ কোটি টাকা। তাছাড়া দুঃস্থদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত ৬টি বেসরকারী সংস্থার পরিচালনা ব্যয়সহ প্রকল্প তদারকি ব্যয় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বহন করবে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে কর্মকান্ডের সার সংক্ষেপঃ

বরাদ্দ	ঃ	১৯২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা
বাংলাদেশ সরকার	ঃ	১০৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা
ডব্লিউ.এফ.পি	ঃ	৮৭ কোটি টাকা
অংশগ্রহণকারী	ঃ	৮০,০০০ জন ঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টাকা ও ট্রেনিং কার্য
		১৮,০০০ জন ঃ নগদ অনুদান ও আত্ম কর্মসংস্থান প্রশিক্ষন
মোট উপকারভোগী	ঃ	৪০০,০০০ এর বেশী
দাতা সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী।

পূর্ববর্তী পর্যায়ের অর্জন:

বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত দুর্যোগসহন প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের 'ট্রেনিং সেশন' ও 'কাজের বিনিময়ে টাকা ও খাদ্য' কর্মসূচী পরিদর্শন করছেন।

- কমিউনিটি দূর্যোগ সহন ক্ষমতা বেস লাইন স্কোর ১.২ থেকে ৫.৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি (দূর্যোগ মোকাবেলা সক্ষমতা অবকাঠামো ও দূর্যোগ প্রবনতার ভিত্তিতে তৈরী হয়);
- ১১২টি কমিউনিটির উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ, যার মধ্যে আছে ১১৬৮ কিলোমিটারের বেশী বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ, ১২৭টি ক্লাস্টার হোমস্টেড উঁচুকরণ, সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন;
- ৮০,০০০ অংশগ্রহণকারীকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবারের সদস্যসহ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবণ ১২২টি ইউনিয়নের ৪,০০,০০০ জন লোক উপকৃত হয়েছেন;
- প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ পুষ্টির জন্য প্রয়োজন খাদ্যের দ্বিগুণ গ্রহণ করেছে - খাদ্য গ্রহণ ও বহুমুখীকরণ ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন করেছে - স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহের মহিলা নেতৃত্ব ৫০ শতাংশ থেকে ৭৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা: সরকারী কর্মকর্তা, মহিলা ও পুরুষ কমিউিনিটি সদস্য এবং বেসরকারী সংস্থার স্টাফসহ ৮-১৫ জনের একটি দল কমিউনিটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও জলবায়ু অভিযোজন অবকাঠামো চাহিদা পর্যালোচনা করেন এবং কমিউনিটি সহায়তায় অবকাঠামো নির্মাণ অগ্রাধিকার প্রণয়ন করেন।

সম্পদ সৃষ্টি/অবকাঠামো নির্মাণ ও কাজের সুযোগ তৈরী: স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তার মধ্যে বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, বন্যা ও ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, সড়ক কাম বাঁধ, নিষ্কাশন ও সেচ খাল খনন ও নবায়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকের মজুরী খাদ্য ও নগদে প্রদান করা হয়- যার মধ্যে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি খাদ্য প্রদান করে এবং বাংলাদেশ সরকার খাদ্যের সমমূল্য নগদে প্রদান করে। প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি (পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা) ধরে রাখতে প্রকল্পের তৃতীয় বছরে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলির মহিলারা আত্ম কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ও বিনিয়োগের জন্য অনুদান পায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও জীবনমান দক্ষতা প্রশিক্ষণ: অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আপদকালীন সময়ে বাঁচার উপায় বিষয়ে কতিপয় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে। তাছাড়া তারা দুর্যোগত্তরকালে আয়ের উপায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে। জীবনমান উন্নয়ন তথা পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে।

স্থানীয় স্টেক হোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী স্থানীয় স্টেক হোল্ডারদের বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ভিত্তিক এনজিও, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সংগে নিয়ে কাজ করে, যাতে যৌথ প্রস্তুতি ও দুর্যোগে সাঁড়া দেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন মুখি বিনিয়োগের জন্য অনুদান : মহিলাগণ নগদ অনুদান ও মাসিক ভাতা পান যা বিনিয়োগ ও দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থনৈতিক দৃঢ়তা দেয় এবং তাদের পরিবারকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করে।

অংশগ্রহণকারীদের দুই বৎসরে ২০০ দিনের 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টাকা' এবং ১২ মাসের প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ (প্রতিমাসে ১৫ ঘন্টার সেশন) প্রদান করা হয়। প্রতিজন অংশগ্রহণকারী ৪৬ কেজি চাল, ডাল ও ভোজ্যতেলসহ ১১৬০ টাকা আয় করে। প্রশিক্ষণকালে তারা মাসিক ২২.৫০ কেজি চাল ও ৬৫২ টাকা পান। তৃতীয় বছরে সর্বাধিক দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের মহিলারা বিনয়োগের জন্য ১২,০০০ টাকা অনুদান এবং ৫০০ টাকা হারে ৬ মাস পর্যন্ত মাসিক ভাতা পান।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকার এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর মধ্যে জোরদার অংশীদারিত্ব আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্কীম নির্বাচন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনে করিগরী ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করে। এলজিইডি সকল নগদ অর্থ প্রদান করে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে। প্রকল্পটি মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে-বটম আপ এপ্রোচ প্রমোট ও প্র্যাকটিস করে; স্থানীয় পরিকল্পনায় যথাযথ ইন্টারভেনশন নির্বাচন ও কমিউিনিটির বৃহদাংশের মালিকানা নিশ্চিত করে। নগদ অর্থ ও খাদ্য অনিরাপত্তা হ্রাস করে। কমিউনিটি সম্পদ/অবকাঠামো দুর্যোগ প্রতিরোধ করে এবং কৃষিজমি পুনর্বাসন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

প্রকল্পটি মহিলাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে; অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশই মহিলা। খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ ও তদারকির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলি প্রধানত: মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত হয়।

"অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

"অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পটি টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচীকে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিশেষ দিক হচ্ছে যে, উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের সকল পর্যায় এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্রকল্পটি ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পের ব্যাচ-৩ এর আওতায় ৩১টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৯টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে ১৯টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির কাজ (Enhancement) শুরু হয়েছে এবং ১১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১০৮টি Participatory Rural Appraisal (PRA) সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৪টি উপ-প্রকল্পের Feasibility Study এবং ৪৪টি উপ-প্রকল্পের Detailed Design কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮০৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১০৭৫ জন পুরুষ ও ১১৬৪৪ জন মহিলাসহ মোট ৩২৭১৯ জন ৬৩১৬৫ জনদিবসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৫৯৭টি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (LCS) মাঠ পর্যায়ে মাটির কাজে অংশগ্রহণের ফলে ৯৩৪৮ জন পুরুষ এবং ৫৫৮৬ জন মহিলাসহ মোট ১৪৯৩৪ জন ভূমিহীন দরিদ্র নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) পাবার সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধমে প্রত্যক্ষভাবে ৯০.৮২ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটি দেশের ২৪টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগটিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাষ্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিটিগুলো ৩৫,০৯,৮৪১ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় বিধায় কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না, ফলে তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থানের উন্নয়নের জন্য ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট সেড, মজা পুকুর পুনঃখনন, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ (SCG) গঠন করে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঋণের টাকা নিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে ও সাহস যোগাচ্ছে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি।

ঢাকার ভাসানটেকে ইউপিপিআর নির্মিত ফুটপাথ এবং ড্রেনেজ

টঙ্গীতে ইউপিপিআর নির্মিত ওয়াটার পয়েন্ট

ঢাকার কড়াইলে কমিউনিটির উদ্যোগে ফুটপাথ নির্মাণ কাজ চলছে

ঢাকার কড়াইলে স্থাপিত সোলার স্ট্রীট লাইট

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংখ্যা	টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শিক্ষানবিশ	৯,৯৩০	৮,৯২,৯৭,১৫৩.০০	৪,৭০,৯২০
২	ব্লক গ্রান্ট	৩৩,৪৩৬	১৭,৯৮,৬৫,৯০৬.০০	
৩	শিক্ষা অনুদান	৬৬,৬৮৩	১৯,০৬,৪৬,৭৭৮.০০	
৪	সামাজিক উন্নয়ন	৩,২৪,১৩৩	৮,৯৬,৫৮,০৯৯.০০	
৫	নগর খাদ্য উৎপাদন	৩৬,৭৩৮	৩,২৬,৩৬,১৭২.০০	
	সর্বমোট	৪,৭০,৯২০	৫৮,২১,০৪,১০৮.০০	

অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১২১২.১৬ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	৯০৬	৯০৪
	খ) নগর অবকাঠামো	৫৬.৬৭	৫৫.৮৪
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৪০.৭৩	১৩৭.৯৯
২।	রাজস্ব খাত	১১৪.১৪	১১৪.১৪
	মোট	১২১৭.৫৪	১২১১.৯৭ (৯৯.৫৪%)

মুক্তিযুদ্ধের কল্যাণে এলজিইডি

মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ট অর্জন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে বয়ে নেবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকটি প্রকল্প এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে অন্যদিকে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ট সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। নিচে এহেন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী উপস্থাপিত হলোঃ-

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২২.৯৬ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৪
	কার্যক্রম	ঃ	৩৫টি জেলার ৬৫টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে।
২।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১০৭৮.৫০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	৪২২টি উপজেলায় ৫ তলার ভিত্তি বিশিষ্ট ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২৫০০ বর্গফুট। ১ম ও ৩য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। ২য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	ইতোমধ্যে ৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৩।	প্রকল্পের নাম	ঃ	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২২৭.৯৭ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	ভূমিহীন ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৮৪টি উপজেলায় ২,৯৭১টি ৫০০ বর্গফুটের তিন কক্ষবিশিষ্ট বাসস্থান নির্মাণ করা হচ্ছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	সবগুলো কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮০টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।
৪।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৬৫.৪৭ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	ডিসেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	ঢাকাস্থ কাকরাইলে প্রতিটি ফ্লোরের জন্য ৭৫০০ বর্গফুটের ১৮তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হবে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৫।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মিরপুরস্থ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকার ৯.২৪ একর জমির উপর "মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণ" প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৬৯০.০০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫
	কার্যক্রম	ঃ	প্রতিটি ফ্লোরে ৬টি ফ্ল্যাটের (প্রতিটি ১০০০ বর্গফুটের) ১৫তলা বিশিষ্ট ২৪টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এই কমপ্লেক্সে খেলার মাঠ, ধর্মীয় উপাসনালয়, লেক, ওয়াকওয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। ১ম পর্যায়ে ২৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি ভবন নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন অপেক্ষায় আছে। এছাড়া প্রতিটি ভবনে সোলার লাইটিংসহ রেইন ওয়াটার হার্ভেসটিং এর ব্যবস্থা থাকবে।

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী, এমপি । অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম, এমপি ।

মানিকগঞ্জ জেলার তেরশ্রী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ এর শুভ উদ্বোধন ও মুক্তিযোদ্ধা গণসমাবেশে প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম, এমপি ।

পটুয়াখালী চৌরাস্তায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ শুভ উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব অমিতাভ সরকার এবং পুলিশ সুপার জনাব মোঃ রফিকুল হাসান গণি উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী চৌরাস্তায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান এর ত্রি-মাত্রিক ছবি ।

রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজে পানির ঘাটতি তথা তীব্র সংকট মিটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশে লাগসই ও স্বল্প ব্যয়ের পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হিসাবে এলজিইডি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় বাঁকখালী নদী এবং রামু উপজেলার ঈদগাঁও খালে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৯৯৮ সালে শেরপুর জেলায় ৩য় পাইলট প্রকল্প হিসাবে ভোগাই নদী রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাইলট প্রকল্প ৩টির সাফল্যের প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৮ সময়ে ৯টি জেলায় পুনরায় ১১টি রাবার ড্যাম এলজিইডি নির্মাণ করে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাবার ড্যাম একটি কার্যকর অবকাঠামো হিসাবে সমাদৃত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই/২০০৯ইং থেকে জুন/২০১৪ইং মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক আরও ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" অনুমোদিত হয়। ২০১১-২০১২ইং অর্থ বছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ১২টি রেগুলেটর এর কার্যাদেশ প্রদান করে ৪টি রাবার ড্যাম এবং ৬টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সমাপ্ত রাবার ড্যামগুলি চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী এবং বান্দরবান জেলার শীলক খালের উপর নির্মিত। রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা থাকায় চলমান প্রকল্পের আওতায় শেরপুর, লালমনিরহাট ও সুনামগঞ্জ জেলাতে আরও ৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২৮/০৮/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরে নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, দিনাজপুর জেলার মোহনপুর ব্রীজের কাছে আত্রাই নদী রাবার ড্যামের অবশিষ্ট চলমান কাজ সহ নতুন ভাবে শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী এবং দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী রাবার ড্যামের কার্যক্রম গৃহীত হয়। উপরোক্ত চলমান ৮টি রাবার ড্যামের মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৩টি (দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী রানীর ঘাট, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী এবং ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী) রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয় এবং ৫টির ক্ষেত্রে ৬০% থেকে ৯০% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

০৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন ধরলা নদীর উপর ১৩০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। রাবার ড্যামটি নির্মাণে ১৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে পাটগ্রাম উপজেলার ০৪টি গ্রামের প্রায় ৮০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে। এর ফলে প্রতি বছর শুকনা মৌসুমে ধান, ভুট্টা তামাক চাষে কম খরচে প্রায় ৮০% উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ৫,৩০০ কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিবারের ১২,৫০০ জন লোক উপকৃত হবে এবং ২৩০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এছাড়া, উপ-প্রকল্প এলাকায় রবি, বোরো ও টি-আমন সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

দরপত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২ জুন, ২০১১ তারিখে ই-জিপি (Electronic Government Procurement) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাইলট হিসাবে যে ৪টি সংস্থায় ই-জিপি চালু করা হয়েছে, পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে এলজিইডি তাদের মধ্যে অগ্রণী। এ কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এ পর্যন্ত এলজিইডি জেলা পর্যায়ে ৬৪টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৫টি পিই (PE) অফিস তৈরী করতে পেরেছে, যা সংখ্যার বিচারে অন্য ৩টি সংস্থার চাইতে কয়েকগুন বেশী। এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী হতে প্রকল্প পরিচালক পদের প্রায় ৭৫০ জন কর্মকর্তাকে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে হাতে কলমে ২(দুই) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে এ পদ্ধতি অনুসরণে জেলা পর্যায়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (Open Tendering Method) এবং সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (Limited Tendering Method) মোট ১০৯ টি দরপত্র e-Tendering এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বৎসর হতে সকল উপজেলা পর্যায়ে এ পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র আহবানের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ডিজিটাল এই পদ্ধতির প্রবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি মাইল ফলক। এ পদ্ধতিতে ঠিকাদার অন-লাইনে দরপত্র ফরম পূরণ করে যে কোন স্থান হতে দরপত্র দাখিল করতে পারে এবং যে কোন স্থানে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন করা যায়। সুনির্দিষ্ট স্থান হতে দরপত্র দলিল ক্রয়, দরপত্র দাখিল, উন্মুক্তকরণ এবং টেন্ডার ক্রয় ও দাখিল সংক্রান্ত বাধা (Place Barrier) দূর হয় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করাসহ দরপত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হচ্ছে এবং একই সাথে নিশ্চিত হচ্ছে পণ্য, কার্য ও সেবার যুক্তিযুক্ত চুক্তিমূল্য নির্ধারণ।

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

জেন্ডার সমতা বিষয়ক সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী। উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে নারীকে অন্তর্ভূক্ত করে নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং নারীকে ক্ষমতায়ন করা বর্তমান সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিশন ২০২১ এর অন্তর্ভূক্ত। এ ধারাবাহিকতায় সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার" আলোকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে এলজিইডি বদ্ধপরিকর।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এই তিনটি প্রধান অঙ্গভিত্তিকের সমন্বয়ে এলজিইডি'র যাবতীয় ভৌত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ সকল কার্যক্রমের সকল স্তরে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদানে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এলজিইডি কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রদত্ত গুরুত্বের সমগুরুত্ব এসব কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে তথা জেন্ডার সমতাকরণে প্রতিষ্ঠানটি দেয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা ও নারীর ক্ষমতায়নের নিমিত্তে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ২০০০ সালে এলজিইডি'তে "জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম" গঠন করা হয়। বর্তমানে এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫। ফোরামের সভাপতি-অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), সহসভাপতি - তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ) এবং সদস্য-সচিব, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প।

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে এলজিইডি'র ২০০৮-২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রণীত "জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা" সময়োপযোগী করার জন্য ২০১১ সালের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" এর আলোকে 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম'-এর মাধ্যমে বর্তমানে যার পর্যালোচনা চলছে। ফোরামের ২৫ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সেক্টরওয়ারী কৌশলের পরিবর্তে এলজিইডিতে একটি জেন্ডার সমতা কৌশল থাকবে, যা পরবর্তীতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত কৌশলের ধারাবাহিকতায় সার্বিক এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের জেন্ডার সমতা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের জেন্ডার সমতা কর্মপরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে।

ডে-কেয়ার

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'তে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হয়। এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ যাতে তাঁদের ছোট শিশুকে কাছাকাছি রেখে মানসিক অস্থিরতা ছাড়াই কাজ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে ৬ বছরের নীচের শিশুদের জন্য এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ০১ জন সুপারভাইজার, ০১ জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ০৫ জন কেয়ার গিভার রয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার পরিচালনা কমিটি ২ মাস অন্তর ডে-কেয়ারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। এ ছাড়া শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণকে নিয়ে ডে-কেয়ারের বিভিন্ন রকম সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে জেন্ডার ফোরামের সদস্য-সচিবের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ডে কেয়ার

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি সুনির্দিষ্ট বাৎসরিক (জুলাই-জুন) কর্মপরিকল্পনাকে অনুসরণ করে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়ে এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করে থাকে। এই কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন করে যার মাধ্যমে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করা হয় ঃ

- কাজের উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (বসার সুব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, নির্মান সাইটে নারীদের জন্য পৃথক লেবার শেড ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা);
- ভৌত অবকাঠামো নির্মান এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং সম-প্রকৃতির কাজের জন্য সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা;
- শ্রমিক হিসেবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরুপিত হয় কিনা;
- 'মহিলা বিপনী সেকশন' মহিলা কর্তৃক পরিচালিত হয় কিনা;
- জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা;
- জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা;
- জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা;
- প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা থেকে পল্লী উন্নয়ন সেক্টর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের 'জেন্ডার বিষয়ক অগ্রগতির প্রতিবেদন' সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় কিনা।
- ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং ঢাকা জেলায় এরূপ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।
- এলজিইডি'র জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় এলজিইডি'র ভৌত কার্যক্রমের সঙ্গে জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম ফলোআপ করারও অনুরোধ জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তরফ থেকে ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা যেমনঃ প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও জেলা সমাজ বিজ্ঞানীগণকে বিভিন্ন ব্যাচে জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাসহ কর্মচারীগণেরও জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সচিব ও সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে ফোরামের সঞ্চালনে জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি পরবর্তী পাতায় প্রদান করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে জেন্ডার ফোরাম কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

কর্মক্ষেত্র	লক্ষ্যভূক্ত দল	ব্যাচ	সময়সীমা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
সদর দপ্তর পর্যায়ে				
জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রদান	সহকারী প্রকৌশলী, সিনিঃ সহঃ প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌঃ, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক	২ টি	২ দিন	প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৫০ জন
জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রদান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৪ টি	১ দিন	প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ১০০ জন
জেলা পর্যায়ে				
জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট পূরনের জন্য ওরিয়েন্টশন প্রদান	জেলা পর্যায়ের সোসিওলোজিস্ট এবং সোসিওইকোনমিস্ট	২ টি	২ দিন	প্রতি ব্যাচে ৩২ জন করে মোট ৬৪ জন
পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে				
জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট পূরনের জন্য ওরিয়েন্টশন প্রদান	সচিব (পৌরসভা) এবং সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৩ টি	১ দিন	প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৭৫ জন

নারীর উত্তরোত্তর সাফল্য, স্বীকৃতি এবং জীবনমান উন্নয়নে অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য জেন্ডার এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এলজিইডি কর্তৃক ৮ সদস্যের একটি টীমকে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়।

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম আয়োজন হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন। এবারে ফোরাম এ দিবসটি জেলা পর্যায়ে ৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ২৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ দিবস উপলক্ষে ৬৪ জেলায় র‍্যালীর আয়োজনও করা হয়।

জেলা পর্যায়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

সদর দপ্তর পর্যায়ে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল ভোগীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ৩ জন আত্মনির্ভরশীল নারীর বিদেশ সফর

মানুষ হিসেবে একজন দুঃস্থ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে এলজিইডি'তে রয়েছে নানামুখী প্রয়াস যেমন, নারীর জন্য কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, ব্যবসা সহায়ক সুবিধা সৃষ্টি। এসব প্রয়াসের সফলতার ধারাবাহিক হিসেবে এ বছরও এলজিইডি'র তিনটি সেক্টর অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীগণের মধ্যে প্রতিটি সেক্টর থেকে তিনজন করে মোট নয়জন সফল নারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এই ৫টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আত্মনির্ভরশীল নারীগণের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে সেক্টর ভিত্তিক ৩টি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে। নির্বাচিত নারীগণের মধ্যে প্রতি সেক্টর থেকে প্রথম হয়েছে এমন ৩ জন নারী সুনামগঞ্জের জাহেদা বেগম, লক্ষীপুরের রূপবানু এবং জামালপুরের শিউলী আক্তারকে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর উদ্যোগে তাদের জীবনমান উন্নয়নে অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতের ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন এলজিইডি কর্তৃক ঘোষিত শ্রেষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল নারী।

সেক্টর ভিত্তিক জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যাবলীর অগ্রগতি ঃ

পল্লী সেক্টর

এই সেক্টরের প্রকল্পগুলিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল নিয়োগের মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠী, দুঃস্থ মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান এবং শ্রমিকদের ন্যায্যমজুরী নিশ্চিত করা হয়। কাজ শুরুর পূর্বে শ্রমিকদেরকে এলজিইডি কর্তৃক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে - মাটির রাস্তা নির্মাণ, পাইপ কাটিং, পাইপ কালভার্ট / ইউ-ড্রেইন নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ (মাটির অংশে) এবং এইচবিবি ও কার্পেটিং রোডের সংস্কার কাজ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সর্বমোট ২,৯৪,৮৮৪ কর্মদিবস কাজ করেছে। এ কর্মদিবসের শতকরা ৯০ ভাগ মহিলা শ্রমিক দ্বারা সংগঠিত। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ঠিকাদারের সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেও এলসিএস কাজ করে থাকে। কাজ শুরু করার পূর্বে কাজের সার্বিক ধারণা প্রদান ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ৬,৫৩২ জন এলসিএস সদস্যকে (শতকরা ২১ ভাগ মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সমাজ ও পরিবেশ, সঞ্চয় ও ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর মানবিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের ৪-মাসব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমে গ্রামের ১৬৪ জন মহিলা শিক্ষক এবং ১৪,৮৪৩ জন দুঃস্থ মহিলা অংশগ্রহণ করেন। উপরোক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে পল্লী সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকারদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর পরোক্ষ আয়েরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পগুলোর মধ্যে Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) একটি অন্যতম জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই প্রকল্প নিচে বর্ণিত জেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভায় ১৮% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। মাটির রাস্তা উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ১১,৯১৮ শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিক ছিল ৩৩%। প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত গরীব ইনডিজিনিয়াস নারীগণকেও রাস্তা উন্নয়নের কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় গ্রোথ সেন্টার মার্কেটে সংরক্ষিত ১৫% জায়গা নারী ব্যবসায়ীদের জন্য রাখার বিধান রাখা হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে জেন্ডার ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২১.৭৭% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও বৃদ্ধি করা হবে। LGIs এর প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত নারী সদস্যগণের অংশগ্রহণ ২২%। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬০ জন নারী সদস্যাকে বিভিন্ন PIC-তে সভাপতি হয়েছেন। অবকাঠামো উন্নয়নে ৩০% নারী শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি ঠিকাদারদের চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত করার জন্য ২১ জেলাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণে মোট ১,২৩৯ জনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যাদের অংশগ্রহণ ২৪%।

নগর সেক্টর

এই সেক্টরের প্রকল্পগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ও উপার্জনবৃদ্ধির নানামুখি পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির একটি প্রধান লক্ষ্য। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্যে হলো নগর কেন্দ্রিক দরিদ্র ও হত দরিদ্র মানুষের বিশেষ করে দুঃস্থ নারী এবং কিশোরীদের জীবিকা এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। প্রকল্পগুলোর আওতায় জেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে আছে নারীর জন্য কর্মসংস্থান, নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ এবং ব্যবসাসহ অন্যান্য সহায়ক সুবিধা।

উক্ত কার্যক্রমগুলির উপর ২০১২-১৩ অর্থবছরে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

কর্মসংস্থান- প্রকল্পের মাধ্যমে নগরের লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারী পুরুষের জন্য দু'ধরনের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে শিক্ষানবীশি সহায়তার আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে নির্ধারিত পেশায় নিয়োগের সুযোগ করে দেয়া ; অপরটি বস্তি এলাকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে সরাসরি নিয়োগ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিক্ষানবিশি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ৬১৪৬ জন নারীকে এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজে নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে ১,০৭,৭৮০ জন নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থান- সেক্টরভুক্ত সকল প্রকল্পের অন্যতম কাঙ্খিত ফলাফল হলো নারী ও কিশোরীদের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা। আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষি ও অ-কৃষি এ দু'টি খাতে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বোচ্চ ৭,০০০/- টাকা করে থোক বরাদ্দ দেয়া হয়। নগর খাদ্য উৎপাদন কম্পোনেন্টের আওতায় কৃষি খাতে হাঁসমুরগী ও গরু-ছাগল পালন, মৎস্যচাষ, বসতভিটায় সব্জি চাষ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর এবং অকৃষি খাতে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর নগর খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় কৃষি খাত ও অ-কৃষি খাত থেকে থোক বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি মোট ৭৮,১৮৯ জন নারী নিজেকে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কাজে যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার কমিটির চেয়ারপার্সন ও মেম্বার সেক্রেটারীগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পরিকল্পনা প্রণয়নে সিডিসির সদস্যবৃন্দ

মানব সম্পদ উন্নয়ন- মানব সম্পদ উন্নয়নকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণকে বিশেষ করে নারীদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব, এ ধারণা থেকে প্রকল্পের আওতায় উক্ত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা, সামাজিক সচেতনতা, জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আলোচ্য বিষয়গুলির উপর ২০১২-১৩ অর্থবছরে পুরুষের পাশাপাশি মোট ১২,৬২৮ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা হয়েছে।

ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ- জেন্ডার সমতাকরণে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়াও নগর সেক্টরের প্রকল্পগুলো নারীদের জন্য কর্মসংস্থান/আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নারী নেতৃত্ব বিকাশকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তাই প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে নারী নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ রাখা হয়েছে।

অন্যান্য সহায়ক সুবিধা- প্রকল্পের আওতায় জীবনযাপনের জন্য উন্নত পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে ভৌত কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের জীবন মানের উন্নয়ন করা হয়। এছাড়াও বস্তিবাসী নারী ও কিশোরীদের জীবন মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সুবিধাগুলি নির্ধারণ করে তা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে- পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, গোসলের সুবিধা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ফুটপাত উন্নতকরণ, রাস্তার বাতি ইত্যাদি।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১১,৫৫৪টি টয়লেট, ৩৩৫টি বাথরুম তৈরী করা হয়েছে যেখান থেকে মোট ১১,৫৫,৪০০ জন (৫০% মহিলা) সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়াও ১,৪৩৮টি টিউবওয়েল নির্মাণের মাধ্যমে ১৪৬,৬৭৬ জন লোকের খাবার পানির নিশ্চিত করা হয়েছে। ১০,৫৮০ জন মহিলাকে উন্নত চুলা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি সুরক্ষিত হয়েছে।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)'তে নারীগণকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। এ সেক্টরে মাটির কাজ বাস্তবায়নে এলসিএস নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রকল্পের সকল চক্রে যেমনঃ উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে উপকারভোগী নারীগণের উপযুক্ত ও কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। উপ-প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ১২ জন সদস্যের এক-তৃতীয়াংশে নারী। এছাড়া পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, কৃষি কমিটি, নির্মাণ কাজ পরীবীক্ষণ কমিটি, মৎস কমিটিসহ নানাবিধ উপ-কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশে নারী সদস্য অংশগ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রতিটি পাবসসের সদস্যদেরকে নানা রকম প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এই সেক্টরের প্রকল্পগুলি ভূমিকা রাখে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এলসিএস সহ পাবসসের সদস্য সংখ্যা, তাঁদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১,২৭,৬৬৯ জন, যেখানে নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩০.২৭%।

ফরিদপুর জেলায় সাংগঠনিক কমিটি নির্বাচন

আত্মবর্ধনমূলক কাজে পাবসস সদস্য রূপভানু বেগম

২০১২-১৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

১। ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঐতিহাসিক বিজয় দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে ঢাকাস্থ এলজিইডি ভবনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে "বিজয় থেকে বিজয়ে" শীর্ষক এক মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় এলজিইডি ও অংশগ্রহণ করে। মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। অন্যান্য আরও অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

২। ১৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে রূপরেখা-২০২১ বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সহায়তায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অংশগ্রহণ করে। উক্ত কুচকাওয়াজে এলজিইডি অংশগ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড প্রদর্শন করে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি সম্পর্কিত বহির্মূল্যায়ন

এলজিইডির সুনামগঞ্জ কম্যুনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ও হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে ইফাদ প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সমীপে ১০ আগস্ট ২০১২ তারিখে প্রেরিত এক ব্যক্তিগত পত্রে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক তহবিল (ইফাদ) এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর কানায়ো এফ. নোয়ানজে লিখেছেন -

"আমার বাংলাদেশ সফরকালে উদার সহায়তা প্রদর্শন ও চমৎকার আয়োজনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ নিচ্ছি, বিশেষ করে সুনামগঞ্জ কম্যুনিটি-ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিদর্শন ও হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের শুভসূচনার অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির জন্য। সুনামগঞ্জ কম্যুনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিদর্শনকালে আমি যা দেখেছি তাতে আমি মুগ্ধ এবং পল্লীর নারীপুরুষদের কথা সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছি যে জ্ঞান, মূলধন ও হাতিয়ার তাদের হাতে তুলে দিলে তারা কী অর্জন করতে পারে তা জানতে পেরে। এটিই তো তাদের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বের দৃঢ় নমুনা।

আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে, আমরা যদি অংশীদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যেতে পারি তাহলে ক্ষুদে উৎপাদক ও বিনিয়োগকারীগণকে উন্নত মূল্য ও বর্ধিত বাজার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সুফল এনে দিতে পারবো এবং দরিদ্র গ্রামীণ নারী পুরুষদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে আর্থ-সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে পারবো।

আমাকে প্রদত্ত আপনার চিন্তাপ্রসূত উপহার সামগ্রীর বিপুল প্রশংসা আমি করছি এবং আমাদের অব্যাহত গঠনমূলক সহযোগিতার প্রত্যাশায় আমি থাকবো।

মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী, আমার সর্বোচ্চ পর্যায়ের আশ্বাস গ্রহণ করুন।"

স্বাঃ কানায়ো এফ. নোয়ানজে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক এলজিইডি'র ইউজিআইআইপি প্রকল্পের সাফল্যের উপর পুস্তিকা প্রকাশনা

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এলজিইডি'র নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উপর "The Urban Governance and Infrastructure Improvement Project" শিরোনামে আগস্ট ২০১২ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ পুস্তিকায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উক্ত প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনগণকে উন্নততর পৌরসুবিধা প্রদান করা যায় সেকথা এ পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এডিবি কর্তৃপক্ষ উক্ত পুস্তিকায় উদ্ধৃত করেছেন- "কেবলই বিনিয়োগের পরিবর্তে কর্মসম্পাদন ভিত্তিক উদ্যোগের উপর গুরুত্ব প্রদানের নীতি অনুসরণের পর থেকেই বাংলাদেশ সরকারের নগর উন্নয়ন প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ উদ্যোগের মধ্যে পরিচালন উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ইউজিআইআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত হয়ে বর্তমানে চলমান ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ইউজিআইআইপি-১ ও ইউজিআইআইপি-২ এর সম্পাদন ভিত্তিক কৌশল এখন অন্যান্য পৌরসভাতেও প্রশংসিত হচ্ছে। তারা এখন অনুধাবন করছে যে, কিভাবে এ প্রকল্পের কৌশল স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়তা দান করছে।"

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি সাফল্যের প্রশংসা করেন জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ টশিউকি কুরোইনাগি

জাপান আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা তথা 'জাইকা' এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ টশিউকি কুরোইনাগি ৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ সরকারী খাতের অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি'র উন্নয়ন কৌশল ও তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এলজিইডি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে এলজিইডি'র প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মত বিনিময় কালে তিনি অকপটে বলেন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সফল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এলজিইডি সম্পর্কে বিশদ জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন, এলজিইডি'র কৃতিত্ব উচ্চমান সম্পন্ন। আগামীতে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক উত্তরোত্তর জোরদার হবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার এবং কুলাঘাট-ফুলবাড়ি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ ও কুলাঘাট-ফুলবাড়ি পয়েন্টে দ্বিতীয় ধরলা ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ দুটি ব্রিজ এলজিইডি কর্তৃক নির্মাণ করা হচ্ছে। তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার ব্রিজটি নির্মাণে ১২১.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। লালমনিরহাট জেলার ৪টি উপজেলা ও রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মোট প্রায় ১৫ লাখ এ ব্রিজ থেকে উপকৃত হবে। কুলাঘাট-ফুলবাড়ি পয়েন্টে দ্বিতীয় ধরলা ব্রিজটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৮০ কোটি টাকা। এ ব্রিজটি নির্মিত হলে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলার প্রায় ১০ লাখ মানুষ উপকৃত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলায় ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদ কমপেক্স ভবনের উদ্বোধন

২৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে টাঙ্গাইল জেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ধনবাড়ি উপজেলা পরিষদ কমপেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫.৭৭ একর জমির উপর উক্ত উপজেলা পরিষদ কমপেক্স ভবনটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩.৫০ কোটি টাকা। এতদ্ উপলক্ষে ধনবাড়িতে আয়োজিত এক জনসমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

০১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মৌলভীবাজার জেলায় শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভবনটির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি। এতদ্‌উপলক্ষে মৌলভীবাজারে আয়োজিত এক জনসমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে রাজধানী ঢাকার হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৮.৮০ কিমি সার্ভিস সড়ক, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ৯ কিমি সংযোগকারী এক্সপ্রেস সড়ক, ৯ কিমি ফুটপাথ, ১০ কিমি লেক পার্শ্বস্থ ওয়াকওয়ে, ৪৭৭ মি সেতু, ২৬০ মি ভায়াডাক্ট ও ৪০০ মি ওভারপাসসহ যাবতীয় সুবিধাদির উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রাজধানী বাসীর জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রকল্পটি হচ্ছে নববর্ষের উপহার"। ঢাকা শহরের পরিবেশ ও নান্দনিক শোভা সংরক্ষণে সরকারী উদ্যোগের প্রতি সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি নগরবাসীর প্রতি আহবান জানান। হাতিরঝিল-বেগুনবাড়ি প্রকল্পের বিভিন্ন উপাংশ বাস্তবায়নে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, এলজিইডি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) পরামর্শক হিসেবে সহায়তা প্রদান করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কবিরহাট ও সোনাইমুড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স উদ্বোধন এবং নোয়াখালী সদর উপজেলা কমপ্লেক্স ও পৌরসভা ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

৮ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কবিরহাট উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও সোনাইমুড়ি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন এবং নোয়াখালী সদর উপজেলা কমপ্লেক্স ও পৌরভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। রাজধানীর যানজট নিরসনে ৭৭২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট এ ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করছে এলজিইডি। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজধানীর ক্রমঅবনতিশীল যানজট নিরসনে 'স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্লান' এর অধীন কয়েকটি বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মধ্যে কুড়িল, বনানী, যাত্রাবাড়ি এবং খিলগাঁও ফ্লাইওভার অন্তর্ভুক্ত। এরই অংশ হিসাবে রাজধানীতে যানবহনের নির্বিঘ্ন চলাচলের স্বার্থে অন্যান্য ফ্লাইওভারের সঙ্গে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারটি নির্মিত হচ্ছে। ফ্লাইওভার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবার পর ঢাকা মহানগরীতে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে যান চলাচল সহজ হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পটুয়াখালী জেলায় পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়-কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এসব স্কুল-কাম-আশ্রয়কেন্দ্র এলজিইডি কর্তৃক ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পিরোজপুর জেলায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিরোজপুর জেলায় ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়-কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করেন। এসব স্কুল-কাম-আশ্রয়কেন্দ্র এলজিইডি কর্তৃক ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবন ও চান্দিনা-ইলিয়টগঞ্জ-কৃষ্ণপুর সড়ক উদ্বোধন

২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ভবন ও চান্দিনা-ইলিয়টগঞ্জ-কৃষ্ণপুর সড়ক এর শুভ উদ্বোধন করেন। মোট ৩৮,০০০ বর্গফুট ফ্লোর-আয়তন বিশিষ্ট মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ৪-তলা ভবনটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি ৮.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে।

৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ চান্দিনা-ইলিয়টগঞ্জ-কৃষ্ণপুর সড়কটি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক ৫.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে। সড়কটি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, ডিএফআইডি, জিআইজেড ও বাংলাদেশ সরকার। একই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২১,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ ভবনের নির্মাণকাজও যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি ও নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার ব্রিজ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ মে ২০১৩ তারিখে মুন্সীগঞ্জ জেলায় বেতকা-তেঘরিয়া সড়কের ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ৪৮০ মিটার দীর্ঘ একটি প্রিস্ট্রেসড্ কংক্রিট গার্ডার ব্রিজের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২৫.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এ ব্রিজটি নির্ধারিত ৬ বছরের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে নির্মিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মাওয়া গোল চত্বরে আয়োজিত এক জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার মুন্সীগঞ্জ জেলায় সড়ক, স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণসহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৩ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুন্সীগঞ্জের জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং একটি সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে এই দল নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক হিলিপ প্রকল্পের শুভ সূচনা সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে ১৮ জুলাই ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এলজিইডি'র হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) শুভ-সূচনা সংক্রান্ত দু'দিন ব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 'গেষ্ট অব অনার' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইফাদ প্রেসিডেন্ট ডক্টর কানায়ো এফ. নোয়ানুজে। বাংলাদেশ সরকার, ইফাদ ও স্প্যানিশ ট্রাস্ট ফান্ড এর আর্থিক সহায়তায় 'হিলিপ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো হাওর অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক নরসুন্দা নদী পুনঃখনন কর্মসূচির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলায় এলজিইডির অধীনে নরসুন্দা নদী পুনঃখনন কর্মসূচির আওতায় নরসুন্দা নদীর পুনর্বাসন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

বাংলাদেশে স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য এলজিইডি'র সঙ্গে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) ১৮৭ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত

১২ জুলাই ২০১২ তারিখে ঢাকায় আইডিবি ভবনে বাংলাদেশে স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য ১৮৭ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দানে সম্মতি জ্ঞাপন করে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এলজিইডির সঙ্গে তিনটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ অর্থ প্রদান করা হবে কায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতায়। উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক ও ডিপিএম লিমিটেড (বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান) এর চেয়ারম্যান মিঃ রবার্ট মাইকেল হিউজ।

উচ্চ পর্যায়ের ৪৫-সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিনিধিদলের ইটালীতে বিশ্ব নগর ফোরামে অংশগ্রহণ

২০১২ সালের ১-৬ সেপ্টেম্বর সময়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট এক উচ্চ পর্যায়ের সরকারী প্রতিনিধিদল ইটালীর ন্যাপল্‌স এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নগর ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিনিধিদলে বিভিন্ন পৌরসভার ২২ জন মেয়রসহ অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, এলজিইডি'র ইউপিপিআর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবদুর রশিদ খান ও ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। 'জিআইজেড' আয়োজিত 'জয়েন্ট নেটওয়ার্কিং সেশনে' স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, প্রথম বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সম্পর্কে জানান। সেমিনারে ৪ জন প্যানেলিস্ট এর ১ জন ছিলেন মাননীয় সচিব। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে "Bangladesh Urbanizing Trend and Challenges – Recent Policy Reforms and Program Experience" – বিষয়ের উপর এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান একটি পেপার উপস্থাপন করেন।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে ২৬ জেলায় এলজিইডির নতুন প্রকল্প

পল্লী ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে পল্লী সড়ক, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও গ্রামীণ বাজার নেটওয়ার্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিএ সহায়তাপুষ্ট দ্বিতীয় রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক অভিষেক উপলক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে বিশ্ব ব্যাংক ও এলজিইডি কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী প্রকল্প অভিষেক সংক্রান্ত এক কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকে বাংলাদেশের অপারেশন এডভাইজার মিস ক্রিস্টিন কাইমস্‌। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

ইউএসএআইডি ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত

২৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে রাজধানী আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে এলজিইডি ও মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি এর মধ্যে বাংলাদেশে কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় ইউএসএআইডি এলজিইডিকে বাংলাদেশে কৃষি অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ৪-বছর মেয়াদে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার (১২৬ কোটি টাকার সমতুল্য) অনুদান হিসাবে প্রদান করবে। ইউএসএআইডি এর পক্ষে মিশন পরিচালক মিঃ রিচার্ড গ্রীন ও এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ড্যান ডব্লিউ মোজেনা ও প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান কবির খসরু উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান স্মরণে এলজিইডিতে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান স্মরণে ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে এক বিশেষ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা হয় এবং মহান আল্লাহ্'র দরবারে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান স্থানীয় সরকার। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পূর্ণ সফলতার সাথে পালন করেন।

ঢাকা শহরে পথচারীদের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন যোগাযোগ মন্ত্রী

৩০ মে ২০১৩ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরের 'আরডিইসি' ভবনে আয়োজিত "ঢাকা শহরে পথচারীদের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন" শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের। উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নগর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মিঃ ডেভিড মার্গন স্টার্ন, হেলথ ব্রীজ কানাডার আঞ্চলিক পরিচালক মিস ডেবরা ইক্সুয়েমসন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও আরও অনেকে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এলজিইডিতে দোয়া-মাহফিল

১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে ৫ আগস্ট ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উক্ত মহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডির অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে Annual Performance Recognition Award প্রাপ্তি

৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক Annual Performance Recognition Award ২০১২ ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করেন এডিবি'র বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস তেরেসা খো। এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান প্রকল্প ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশ মেলায় এলজিইডি'র পুরস্কার লাভ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার আগারগাঁওতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ৫ জুন থেকে ১১ জুন ২০১৩ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পরিবেশ মেলায় এলজিইডি অংশগ্রহণ করে এবং এর সাসটেনেবল রুরাল এনার্জি প্রকল্পের স্টলটি

তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ, এমপি এর নিকট থেকে এলজিইডি'র পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুর রহমান প্রামানিক পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

১) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (বাস্তবায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১৫৪৪৪০; ই-মেইলঃ ace.imp@lged.gov.bd

৩) জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৪) জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১৪৩১৫৬; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা ।